পঞ্চাইত বিধি

অর্থাৎ

১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে
পঞ্চাইতগণের কর্ত্তব্য-কার্য্যের
সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলী।

—— ০।০ ——

ফরিদপুর জেলার পুলিস সব ইনস্পেক্টর
সমিন্ উদ্দীন আহম্মদ
কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

সিমুলিয়া ৩৮ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট, "কৃষ্ণনন্দ প্রেসে"
শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

[মূল্য চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

মান্যবর কে, সি, টমাস এস্কোয়ার

ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

সাহেব বাহাদুর।

মেদিনীপুর।

মহোদয়

আপনার এই জেলায় আগমন অবধি আমার প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করায় ১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে নিযুক্ত পঞ্চাইত গণের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলি পঞ্চাইত চৌকিদার ও পল্লীগ্রামবাসী প্রজা গণের উপকারার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম, সাদরে গ্রহণ করিলে আমি যে কি অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ লাভ করিব, তাহা বর্ণনাতীত নিবেদনমিতি

মেদিনীপুর
১১ই জানুয়ারী
১৮৯৯ সাল

চিরানুগত
সমিরু উদ্দীন আহম্মদ,
পুলিস সব ইন্‌স্পেক্টর
থানা সবং জেলা মেদিনীপুর

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৭০ সালের ৬ আইন অর্থাৎ গ্রাম্য চৌকিদারী আইন প্রচরিত হইবার পর আজ পর্য্যন্ত তাহার অনেকগুলি অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পঞ্চাইতগণ এই আইন অনুসারে চৌকিদারী টেক্স আদায় করিয়া গ্রাম্য চৌকিদারগণকে বেতন দিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী ভাষার মূল আইন ও ম্যানুয়্যাল আদি শিক্ষা করিয়া কার্য্য করা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুবাদগুলি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও পাঠ করিয়া পল্লীগ্রামবাসী পঞ্চাইত-গণকে কার্য্যক্ষম হইতে দেখা যায় না। কিরূপে টেক্স আদায় করিতে ও কি প্রকারে তাহার হিসাবী কাগজাত প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এপর্য্যন্ত অধিকাংশ পঞ্চাইতগণ সম্যক্ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না পুলিস কর্ম্মচারিগণের সহিত এই পঞ্চাইত ও চৌকিদারগণের বিস্তর সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই নিমিত্ত পঞ্চাইতগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া থানার পুলিস কর্ম্মচারিগণের পক্ষে সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। অশিক্ষিত পঞ্চাইতগণ একে কার্য্য করিতে জানেন না, তাহাতে আবার পয়সার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন ও তাঁহাদের অধীনে সামান্য বেতনের দরিদ্র কর্ম্মচারী গ্রাম্য চৌকিদারগণ বেতনের জন্য বিস্তর কষ্টভোগ করে। পঞ্চাইতগণ যাহাতে অতি সহজে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধি জ্ঞাত হইতে

পারেন ও যে উপায়ে হিসাবী কাগজাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র সেরেস্তাটী দুরস্ত রাখিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহারা কোন প্রকার বিপদে পতিত না হয়েন ও সাধারণ অজ্ঞ প্রজাগণ যাহাতে আইনের মর্ম্ম বুঝিতে পারে এবং যাহাতে চৌকিদারগণ সহজে বেতন পান, তাহার জন্য আমি অল্প বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে যতদূর পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সাধারণের হিতার্থ অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপদেশ দফাওয়ারিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পরিণত করিলাম। পল্লীগ্রামবাসী প্রজাগণ ও পঞ্চাইতগণ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে এই আইনের মর্ম্ম ও পঞ্চাইতগণের কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিয়া কার্য্যক্ষম হইতে পারিলে শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

চৌকিদারগণের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া উল্লেখ করিলাম না; অন্য পুস্তকে লিখা গেল।

অত্রস্থ পুলিস আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু সতীশচন্দ্র বসু ও অত্রস্থ পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ সিংহ রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখর্জী মহাশয়গণ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকটীর জন্য যতদূর কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, এইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

১৮৯৯ সাল।
মাহ জানুয়ারী।

সমিন্ উদ্দীন আহম্মদ।
পুলিস সব ইন্‌স্পেক্টর।
জেলা মেদিনীপুর।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইবার পর পল্লী-গ্রামের প্রজা ও পঞ্চাইতগণের পক্ষে ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া এই জেলার অধিকাংশ পুলিশ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য মহোদয়গণ অশেষ কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করা আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। সেই সকল বিদ্বান্ মহাত্মাগণের নিকট এই সামান্য পুস্তকের আদর হইবে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস ছিল না আমার এই সামান্য কার্য্যে আশাতীত উৎসাহদানে আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম এবং ইহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া পল্লিগ্রামবাসী প্রজা, পঞ্চাইত ও দফাদার-গণের জ্ঞাতব্য আরও কতকগুলি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম ইতি

মাহ জুন,
১৮৯৯ সাল

সমির উদ্দীন আহম্মদ,
পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর
স্টেশন সবং, জেলা মেদিনীপুর।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আমার কয়েকজন বন্ধুর বিশেষ যত্নে ও নানাস্থানের পণ্ডিতগণের অগ্রহাতিশয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক সমূহ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার কোন কোন স্থান সংশোধন করিয়া তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিলাম।

আমার বন্ধু ভগবানপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সোম মহাশয় আমার এই পুস্তকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়ায় আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি

মাহ মার্চ্চ
সন ১৯০০ সাল।

সমির উদ্দীন আহম্মদ।
পুলিস সব্ ইন্স্পেক্টর।
ষ্টেসন সবং, মেদিনীপুর।

সূচীপত্র।

১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে পঞ্চাইতগণের কর্ত্তব্য কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। এই আইনমতে জেলার শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভার-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় বাহাদুর কিম্বা সব্ ডিভিজন্যাল অফিসার রায় বাহাদুরের আদেশ অনুসারে মফঃস্বলে প্রতি ৬০ বাটি ঘরের উপর পঞ্চাইত নিযুক্ত হইতে পারিবে। পঞ্চাইতগণের সংখ্যা ৩ হইতে ৫ জন পর্য্যন্ত হইতে পারে। স্থানবিশেষে ঘরের সংখ্যা ৬০ বাটি অপেক্ষা বেশী বা কম হইলেও এই আইন বলবান্ হইবে। কোন গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি তাহাদের গ্রামে ৬ আইন জারী করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুরের সমীপে আপন আপন নাম স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র দাখিল করিলে তিনি সেই গ্রামের ঘরের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঐ আইন জারী করিতে ও পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২। এক ঘরের মধ্যে যদি পৃথগন্নবর্ত্তী ৪ চারি ভ্রাতা বাস করে, তাহাকে ৪ চারিটী ঘর বলিয়া ধরিতে হইবে ও যে ঘরে কেহ বাস করে না, তাহাকে সংখ্যার মধ্য হইতে বাদ দিতে হইবে। সাধারণতঃ ইহাকে হাঁড়ি শুমারী কহিয়া থাকে।

এইরূপ কোন ঘরে গৃহস্বামীর অধীনে যদি কেহ পৃথক্ অন্নে থাকে, তাহাকে পৃথক্ ঘর বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

[illegible]। পঞ্চাইতগণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা সব্ ডিভিজন্যাল আফিসার রায় বাহাদুরের স্বাক্ষরিত বাহালী সনন্দ পাইবেন, সেই সনন্দ-বলে তাঁহারা একাদিক্রমে ৩ তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে বাধ্য। কোন দোষের জন্য অথবা অন্য কোন কারণ-বশতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা সব্ ডিভিজন্যাল আফিসার রায় বাহাদুর কোন পঞ্চাইতকে বরখাস্ত করিয়া অন্য এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্থানে বাহাল করিতে পারিবেন। তিন বৎসরের মধ্যে কিছুকাল বাকী থাকিতে থাকিতে কোন পঞ্চাইত মরিয়া গেলে বা কোন কারণবশতঃ পদচ্যুত হইলে, তাঁহার ৩ বৎসরকালের অবশিষ্টাংশ কালের জন্য অন্য এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি বাহাল হইবেন। কোন ব্যক্তি পঞ্চাইতের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর ৩ তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিনা সম্মতিতে পুনরায় তিনি পঞ্চাইতের পদে বাহাল হইতে পারিবেন না। কোন পঞ্চাইতের পদ তিন বৎসরের অতিরিক্ত কাল হইলেও তাঁহার পদে অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাহাল না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করিতে বাধ্য।

৪। কোন পঞ্চাইতের মৃত্যু হইলে সেই গ্রামের অন্যান্য পঞ্চাইতগণ সেই তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ দিবসের মধ্যে তাঁহার স্থানে অন্য একজন উপযুক্ত ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া বাহাল করিবার প্রার্থনায় তাঁহারা স্থানীয়

পুলিসের দ্বারা আবেদন করিবেন। পুলিস ষ্টেসনের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মন্তব্য অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তিনি বাহাল হইতে পারিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর কোন কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তিকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিলে পঞ্চাইতগণের অসম্মতিতেও তিনি অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাহাল করিতে পারিবেন।

৫। যে গ্রামে পঞ্চাইত বাহাল করা আবশ্যক হয়, দেখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইতেছে, তাঁহার বাস সেই গ্রামের মধ্যেই আছে, অথবা সেই গ্রাম বা ইউনীয়নের * ১ এক মাইলের মধ্যে আছে, কি, সেই গ্রাম বা ইউনীয়নের মধ্যে তাঁহার কোন ভূসম্পত্তি আছে, কিম্বা জমীদারের তরফ হইতে তিনি ঐ গ্রাম বা ইউনীয়নের কোন অংশে গোমস্তাগিরী কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সকল গুণের অভাব হইলে তিনি ঐ গ্রাম বা ইউনীয়নের পঞ্চাইত হইবার জন্য উপযুক্ত হইতে পারিবেন না; নচেৎ বাহাল হইতে পারিবেন। পঞ্চাইতগণ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। †

৬। কোন ব্যক্তি পঞ্চাইতের বাহালী সনন্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি পঞ্চাইতি পদে

---

* এই আইনানুসারে এক বা ২।৩টী ছোট কিম্বা বৃহৎ গ্রাম বা মৌজা লইয়া যে সভা গঠিত হয় তাহাকে ইউনীয়ন বা গ্রাম্যসমিতি কহে।

† আজকাল অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রামের মধ্যে শিক্ষিত সঙ্গতিপন্ন [illegible] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক পঞ্চাইতের পদ গ্রহণ করেন না, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই প্রকার ব্যক্তি পঞ্চাইত না হইলে কখনই দেশের উন্নতির আশা করিতে পারা যায় না, অতএব এই প্রকার ব্যক্তিরই পঞ্চাইত হওয়া কর্ত্তব্য এবং আইনের উদ্দেশ্যও তাহাই।

নিযুক্ত হইয়া সনন্দ গ্রহণ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যে অবহেলা করিলে, কি,ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি করিলে কি বাহাল হইবার অথবা কার্য্যারম্ভের দিবস হইতে ৩০ ত্রিশ দিবসের মধ্যে শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট আপনার অপারকতার সন্তোষজনক কারণসহ লিখিত আবেদন না করিলে শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা সব্ ডিভিজন্যাল আফিসার রায় বাহাদুর সেই পঞ্চাইতের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন। এইরূপে কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হইলে তিনি তিন বৎসরের মধ্যে আর পঞ্চাইত হইতে পারিবেন না।

৭। পঞ্চাইতগণ গস্ত-গ্রামবাসী একজন সচ্চরিত্র, যুবা, কার্য্যক্ষম ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে চৌকিদারী কার্য্যে মনোনীত করিয়া বাহালের জন্য লিখিত আবেদনপত্রসহ স্থানীয় পুলিস ষ্টেসনে পাঠাইবেন। পুলিস ষ্টেসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সে ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন মন্তব্যসহ রিপোর্ট লিখিয়া তাহাকে চৌকিদারী সেরেস্তায় পাঠাইবেন। চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাহাদুর বা সব্ ডিভিজন্যাল আফিসার রায় বাহাদুর কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সেই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া বাহাল করিবেন। চৌকিদারের সংখ্যা ক্রমে যাহাতে সমাজের পদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইতে পারে,তাহার প্রতি পঞ্চাইতগণের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের যত্নে এক্ষণে পুলিস বিভাগে উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিগণ নিয়োজিত হইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা গ্রাম্য চৌকি-দারগণের প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার হওয়াই সম্ভব। তাহাতেও আবার যদি কোন চৌকিদার কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ও সমাজের পদস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার সেই শিক্ষা ও ভদ্রতার গুণে বাধ্য হইয়া উচ্চ-শিক্ষিত পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাহার প্রতি কখনই কোন প্রকার নীচ [redacted] অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং সেই চৌকিদারও নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া আইনানুসারে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই ত্রুটি করিবে না।

৮। স্থানীয় পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে গণ্ডাধীন প্রজাগণের অবস্থা ও বাটীর সংখ্যা,চাউল ধান্যের মূল্য এবং চৌকি-দারের ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কি চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা সব্-ডিভিজন্যাল অফিসার রায় বাহাদুর বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাহাদুর মাসিক ২৲ দুই টাকা হইতে ৬৲ ছয় টাকা পর্য্যন্ত চৌকিদারের বেতন ধার্য্য করিতে পারিবেন। প্রজাগণ সেই আদেশানুসারে চৌকি-দারকে মাসিক বেতন দিতে বাধ্য। কোন্ গ্রামে কত জন চৌকিদার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু কমিসনার সাহেব বাহা-দুরের বিনা আদেশে প্রতি বাটী ঘরের জন্য একজন অপেক্ষা বেশী চৌকিদার নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাধারণতঃ ন্যূনাধিক প্রতি বাটী ঘরের উপর একজন চৌকিদার বাহাল হইতে পারিবে।

৯। পঞ্চাইতগণ আপনাদিগের মধ্যে কোন একজন পঞ্চাইতকে টেক্স আদায়ের ভার অর্পণ করিতে পারেন বা সকলে মিলিয়াও আদায় করিতে পারিবেন। আইনানুসারে আদায়কারী ও অন্যান্য সহকারী পঞ্চাইতের মধ্যে কোন বিশেষ বিভিন্নতা নাই চৌকিদারের বেতন বাকী পড়িলে পঞ্চাইত-গণের মধ্যে যে কোন পঞ্চাইতের নিকট হইতে বা আদায়কারীর নিকট হইতে কিম্বা সকলের নিকট হইতে আদায় হইতে পারিবে। আদায়কারী পঞ্চাইত লিখিত আদেশ সহকারে আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারাও চৌকিদারী টেক্স আদায় করিতে পারেন। যিনি আদায়ের কার্য্য করিবেন, তিনি জমা খরচাদির কাগজাত রাখিতেও বাধ্য, নচেৎ দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। পঞ্চাইতগণ টেক্স আদায়ের জন্য কেবল বেতনের উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা অর্থাৎ টাকাপ্রতি /১২ গণ্ডা হিসাবে কমিশন পাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত কাগজ, কালী ও কলমাদির কোন প্রকার খরচ পাইতে পারিবেন না। কমিশন প্রজাগণের টেক্সের সহিত প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। কমিশন ব্যতীত প্রজাগণের নিকট চৌকিদারী পোষাকের মূল্য ও কোন প্রজা ফৌত পলাতকা হইয়া গেলে ফণ্ডে তহবীল জমার জন্য বেতনের উপর শতকরা আরও ৫৲ পাঁচ টাকা, একুনে শতকরা ১৫৲ পনর টাকা চৌকিদারী বেতনের সামীল আদায় হইবে। পঞ্চাইতগণ আপন কমিশন বাবদ প্রাপ্য টাকা প্রতি কোয়াটরে অথবা বৎসরান্তে গ্রহণ করিতে পারেন এবং প্রতি দুই বৎসর অন্তর

চৌকিদারের পোষাকের মূল্য প্রদান করিয়া রোকড়ে খরচ লিখিবেন।

১১। অতিরিক্ত জমা শতকরা ১৫৲ পনর টাকা হইলে টাকা প্রতি ।৵৮ দুই আনা আট গণ্ডা পড়িয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন গ্রামে চৌকিদারের বেতন মাসিক ৩৲ তিন টাকা হইলে বৎসরে ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা হয়। কমিশনাদি শতকরা উক্ত ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে ৩৬৲ ছত্রিশ টাকার উপর ৫।৵৮ পাঁচ টাকা ছয় আনা আট গণ্ডা, একুনে ৪১।৵৮ গণ্ডা ও মাসে ৩৵৪ টাকা হইতেছে। ঐ টাকা ঐ চৌকিদারের গস্তাধীন প্রজাগণের হাঁড়ী অর্থাৎ ঘরপ্রতি ধার্য্য অর্থাৎ বিছানী করিতে হইবে। চৌকিদারের মাসিক বেতন ৩৲ তিন টাকা হউক বা তাহা অপেক্ষা বেশী বা কমই হউক, এই হিসাবে টেক্স ধার্য্যের কার্য্য করিতে হইবে। * কোন ইউনীয়নে ৩ ৪টী বা তদপেক্ষা বেশী গ্রামের উপর দুই কিম্বা ততোধিক চৌকিদার থাকিলে সমস্ত গ্রামের সমুহ প্রজাগণের উপর একত্রে সকল চৌকিদারের বেতনাদি বিছানী করিতে হইবে, তাহা হইলে কোন গ্রামের দরিদ্র প্রজা ও কোন গ্রামের সঙ্গতিপন্ন প্রজা সকলে হারাহারি অনুসারে যে যার অবস্থানুযায়ী টেক্সের ভার বহন করিবে, ইহার অন্যথা করা অবিধি।

১২। গ্রামে পঞ্চাইতগণ সকলে মিলিয়া টেক্স ধার্য্যের

* চৌকিদারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা হইলে প্রত্যেক চৌকীদারের জন্য মাসে ৪॥/১২ টাকা হয়, মাসে ৫৲ টাকা হইলে ৫৸০ ৬৲ টাকা হইলে ৬৸৵৮ টাকা প্রতিমাসে ধার্য্য করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত কোন ইউনীয়নে মাসিক ৩৲ ৪৲ ৫৲ ও ৬৲ টাকা বেতনের চৌকীদার মিশ্রিত থাকিলে এই হিসাবেই খতাইয়া লইতে হইবে

কার্য্য করিবেন। প্রজাগণের উপর মাসিক ৵১০ অর্দ্ধ আনা অপেক্ষা কম ও ১৲ এক টাকা অপেক্ষা বেশী টেক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন না। এই টেক্সের [illegible] প্রজাগণের স্থাবর অর্থাৎ ভূসম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল অস্থাবর সম্পত্তির উপর বিবেচনা করিতে হইবে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া যাওয়ায় গ্রামে যদিও তাঁহার সম্ভ্রমের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই, তত্রাচ তাঁহার মান-সম্ভ্রমকে না ধরিয়া দরিদ্রতার প্রতি দৃষ্টি-পূর্ব্বক টেক্স ধার্য্য করিতে হইবে। অন্য পক্ষে কোন সামান্য ব্যক্তির মানসম্ভ্রম এবং স্থাবর অথবা ভূসম্পত্তিও বেশী নাই, কিন্তু তাঁহার ঘরে যদি মুল্যবান্ সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাঁহার সেই অস্থাবর সম্পত্তি অথবা আয়ের উপর বিবেচনা করিয়া বেশী টেক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন।

১৩। গ্রামের মধ্যে কোন দীন দরিদ্র ও দুঃখীর বাস থাকিলে, কোন ক্রমেই যাহার নিকট হইতে মাসে মাসে ৵১০ অর্দ্ধ আনা করিয়া টেক্স আদায় করিতে পারা যাইবে না অর্থাৎ যাহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই, পঞ্চ ইতগণ টেক্স ধার্য্য কর্ম্মে তাহার নামে অঙ্কের ঘরে দুঃখী লিখিয়া তাহাকে টেক্স হইতে অব্যাহতি দিবেন। গ্রামের মধ্যে চৌকিদারের বাস থাকিলে চৌকিদার টেক্স হইতে অব্যাহতি পাইবে। এতদ্ব্যতীত গ্রামের পঞ্চাইত আদি কোন ব্যক্তিই চৌকিদারী টেক্স হইতে অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত নহেন, সকলেই টেক্স দিতে বাধ্য। এমন কি, পুলিস ষ্টেশন [illegible] আউট পোষ্ট ব্যতীত খাজনা আদায়ের কাছারী, গোলাবাড়ী, রেজেষ্টারী আফিস, রেল ষ্টেশন, স্কুল ও বাঙ্গালায় অধ্যক্ষের নিকটও চৌকিদারী

টেক্স আদায় করা হইবে কোন খালি ঘরে ৩ মাস বা ৬ মাস পরে কেহ আসিয়া বাস করিলে তাহার বাস করিবার পর, ২য় ৩য় বা ৪র্থ কোয়াটর যখন হইতে সে বাস করিবে, সেই সময়ে তাহার নাম ভুক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে টেক্স আদায় হইবে এবং কোনও ঘরে কেহ ২।১ কোয়াটর বাস করিবার পর বাসত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, যে যে কোয়াটর সে থাকিবে, সেই সেই কোয়াটরের টেক্স তাহার নিকট হইতে আদায় হইবে। অবশিষ্ট কোয়াটরের ঘরে "পলাতকা" শব্দ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

১৪। চৌকিদারী কার্য্য গ্রামের চলিত সন হিসাবে হওয়া উচিত, সচরাচর বাঙ্গালা সনের হিসাবে বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রে একই হিসাবে চৌকীদারী কার্য্য হইলে অতি উত্তম হয় সন আরম্ভ হইবার পূর্ব দুই মাস পূর্ব্বে টেক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিয়া বৎসরের ১৫ পনর দিবস বাকী থাকিতে শেস করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বশেষে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবে, তাহা এক বৎসরকাল বলবান্ থাকিবে। ভ্রমবশতঃ যদি কখন চৌকীদারী ফণ্ডে টাকা অকুলান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায়, তখন পঞ্চাইতগণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকীদারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জানাইবেন তিনি সেই ফর্দ্দ আনাইয়া সংশোধন পূর্ব্বক পঞ্চাইতগণকে ফেরত দিবেন, এইরূপে দ্বিতীয় জমা পঞ্চাইতগণ আদায় করিতে পারিবেন, নচেৎ বিনা আদেশে বৎসরের মধ্যে দুইবার টেক্স ধার্য্যের কার্য্যও আদায় করিতে পারিবেন না এবং এক বৎসরের মধ্যে কাহারও টেক্স

বেশী কি কমী করিতে পারিবেন না। কোন বৎসর টেক্স সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি না থাকিলে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য নূতন ফর্দ্দ প্রস্তুত না করিয়া সাবেক ফর্দ্দের এক খণ্ড নকল করিয়া সাবেকের ধার্য্য টেক্স বহাল রাখিতে পারিবেন ও তদনুসারে টেক্স আদায় করিতে পারিবেন, সেই ফর্দ্দ পুনরায় এক বৎসরকাল বহাল থাকিবে।

১৫। সন ১৩০৫ সালের পূর্ব্বে সন ১৩০৪ সালের ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাহার মধ্যেই সন ১৩০৪ সালের আয় ও ব্যয়ের জমা খরচ নিকাশ করিতে হইবে। ফণ্ডে যাহা জমা থাকিবে, তহবিলের সেই মৌজুদ টাকাকে সন ১৩০৫ সালের সামিল করিয়া অর্থাৎ ১১ দফার হিসাব মতে মাসিক ৩৲ টাকা বেতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে সন ১৩০৫ সালের ৪১৶৮ টাকা টেক্স ধার্য্যের সময় গত সনের তহবিল বাকী (মৌজুদ) ৩৸/১০ টাকা সন ১৩০৫ সালের ৪১৶৮ টাকা হইতে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ৩৭ ১৮ টাকা সন ১৩০৫ সালের ধার্য্য করিতে হইবে, তাহা হইলে সন ১৩০৪ সালের জের ৩৸/১০ টাকা ও সন ১৩০৫ সালের ৩৭ ১৮ টাকা একুনে ৪১৶৮ টাকাই সন ১৩০৫ সালের হইয়া পড়িল। এইরূপে মাসে ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা টাকা পড়িতেছে, তাহা সেই চৌকিদারের গস্ত খান ও হাজিরা মতে মাসে মাসে ১২ দফার মর্ম্মানুসারে বিছানী করিতে হইবে, ইহাতে সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণ গত সনের জের জমা ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপে প্রতি সন টেক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ করিতে হইবে ও তাহার নীচে সকল পঞ্চাইত স্বাক্ষর করিবেন, তাহা না করিলে কখনই আইনসিদ্ধ

হইবে না। ইহাতে কেবল মাসিক ৩ টাকা বেতনের দৃষ্টান্ত দেখান গেল, মাসিক ৪ ৫ ও ৬ টাকা বেতনের স্থলে এইরূপেই কার্য্য করিতে হইবে।

১৬। পঞ্চায়েৎগণ সন ১৩০৪ সালের চৈত্র মাসের ১৫ দিবসের মধ্যে ঐ সনের হিসাব নিকাশ ও সন ১৩০৪ সালের টেক্স ধার্য্যের কার্য্য শেষ করিয়া চৈত্র মাসের ১৫ দিবস থাকিতে সন ১৩০৫ সালের টেক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া প্রজাগণকে অবগত করিবেন। অথবা গ্রামের মধ্যে কোন প্রকাশ্য স্থানে সাধারণকে অবগত করিবার জন্য সেই ফর্দ্দ লটকাইয়া দিবেন ও তাহাতে লিখিয়া দিবেন যে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ২।৪ বা ৫ দিবসের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়া আপত্তির কারণ দর্শাইবেন। যাহার যে আপত্তি শুনিবেন, পঞ্চায়েৎগণ সকলে মিলিয়া সেই দিবসে তাহার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। আপত্তি নিষ্পত্তি হইবার পর ঐ দিবস বা তৎপর এক দিবসের মধ্যে আর এক খণ্ড ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া পঞ্চায়েৎগণ তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিবেন। টেক্স সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে যে সন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পঞ্চায়েতের নিকট লিখিত বা মৌখিক আপত্তি করিতে পারেন। তাহার টেক্স বহাল রাখা বা কম করা পঞ্চায়েৎগণের ক্ষমতাধীন। এতদ্ভিন্ন যাহারও আপত্তি পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য না হইবে আপিল করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া সেই আপিল করিতে পারিবেন না, তবে ১০ দশ জন বা ততোধিক প্রজার প্রার্থনা হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার পক্ষে চৌকিদারী কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী অথবা সব্‌ডিভিজনাল অফিসার প্রাপ্ত পঞ্চায়েতের টেক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ আনাইয়া যথাবিহিত বিচার করিতে পারিবেন। এই টেক্স ধার্য্য ফর্দ্দের আদর্শ (ক) নকসাতে দেখান গেল।

(ক) টেক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ।

ক্রমিক নম্বর	প্রজার নাম।	বাসস্থান	ব্যবসা	মাসিক টেক্স	মন্তব্য
১	হারাধন মাইতি	তিলন্তপাড়া	চাষ	১০	
২	কেনারাম পাল	ঐ	কর্ম্মকারবৃত্তি	১০	
৩	আশুতোষ ঘোষ	পানপাড়া	চাকরী	১৫	
৪	আহম্মদ জান	ঐ	—	দুঃখী	

নোট — এক চৌকিদারের হল্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি গ্রাম থাকিতে পারে। এই জন্য টেক্স ধার্য্য ফর্দ্দ এ [illegible] হইতে প্রজার বাসস্থানের ঘর একটি ঘর [illegible] ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বা মৌজাবাড়ী এবং নামের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] হওয়া নম্বর [illegible] হইতে পারে।

১৭ পঞ্চায়েতগণ স্থানীয় পুলিসের দ্বারা চৌকিদারী টেক্স আদায়ের হিসাব প্রস্তুত জন্য নিম্নমূল্যে ১ নং রেজিষ্টরী অর্থাৎ সেক, ২ নং রেজিষ্টরী অর্থাৎ রোকড বহি পাইতে পারিবেন তাহা পাওয়া না গেলে ঐ ফরমের সাদা কাগজের খাতা দুইটী প্রস্তুত করিয়া লইলেও খরচ বেশী হইবে না। ১ নং রেজিষ্টরিতে বাম পার্শ্বের পাতায় প্রজার ক্রমিক নম্বরের সহিত টেক্স ধার্য্য ফর্দ্দের লিখিত প্রজার নামের ক্রমিক নম্বরের মিল হইবে। অর্থাৎ টেক্স ধার্য্য ফর্দ্দের সহিত নম্বর ও নামের মিল করিয়া ১ নং রেজিষ্টারির বাম পার্শ্বের পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। এই দুইটীতে যেন অবধারিত টেক্সেরও সম্পূর্ণ মিল থাকে। ১ নং বহির ডানি পার্শ্বের পৃষ্ঠায় প্রজাদের নামে নামে প্রত্যেক কোয়ার্টারের আদায় হওয়া টেক্স জমা করিতে হইবে। অঙ্কের সমষ্টি নীচে লিখিতে হইবে ও তাহার পর পৃষ্ঠায় জের তুলিয়া সেই পৃষ্ঠার উপরিভাগে (পর পৃষ্ঠার জের) বলিয়া অঙ্কপাত করিতে হইবে এবং তাহা পুনরায় সেই পৃষ্ঠার অঙ্কের সহিত ঠিক দিয়া তাহার নীচে বসাইতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক পৃষ্ঠার জের টানিয়া দিতে হইবে। এই বহির আদর্শ (খ) নকসাতে দেওয়া গেল।

(খ) ১ নং রেজেষ্টারী।

ক্রমিক নম্বর	প্রজার নাম	বাসস্থান	ব্যবসা	মাসিক টেক্স	১ম কোয়াটর চেকের নম্বর	১ম কোয়াটর টেক্স	২য় কোয়াটর চেকের নম্বর	২য় কোয়াটর টেক্স	৩য় কোয়াটর চেকের নম্বর	৩য় কোয়াটর টেক্স	৪র্থ কোয়াটর চেকের নম্বর	৪র্থ কোয়াটর টেক্স
১	হারাধন নাই[illegible]	ভিলন্তপাড়া	,,	১০	৩২	/১০	৫০	/১০				
২	[illegible] পাল	ঐ	কর্মকার [illegible]	[illegible]	১৫	/১০	৫১	/১০				
৩	[illegible]	পানপাড়া	চাকরী	১৫	৪৭	৵৫	৫২	৵৫				
৪	[illegible]	ঐ		[illegible]								

১৮ ২ নং অর্থাৎ রোকড় বহির বাম পার্শ্বের পৃষ্ঠার প্রথম ঘরে টেক্স আদায়ের তারিখ, দ্বিতীয় ঘরে চেক বহিদের ক্রমিক নং অনুযায়ী প্রজার নামে নামে জমা ও ডান পার্শ্বের পৃষ্ঠার প্রথম ঘরে খরচের তারিখ, দ্বিতীয় ঘরে খরচের বিবরণ সহ খরচের পৃথক্ পৃথক্ জায়, তৃতীয় ঘরে খরচের টাকা; জায় অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতে হইবে ও নীচে তাহার সমষ্টি করিবে। এই বহির বাম পার্শ্বের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ঘরে কেবল চেকের নম্বর দিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে মোট জমা লিখা অপেক্ষা চেকের ক্রমিক নম্বর সহ প্রজার নম্বর দিয়া প্রজার নামে নামে জমা করিলে ভাল হয়। যদিও ইহাতে কিছু কষ্ট এবং কাগজ ব্যয় হয়, কিন্তু পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের পক্ষে অথবা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার পক্ষে অতি সহজ হয়। অতএব বাম দিকের পৃষ্ঠায় চেকের নম্বর ও প্রজার নম্বর সহ নামে নামে জমা করাই উচিত। মোটে মোটে জমা করিয়া অনেক সময় পঞ্চাইতগণের ত্রুটিও প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ নামে নামে জমা করিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। সকল সেরেস্তাতেই রোকড়ে নামে নামেই জমা লিখা হইয়া থাকে। এই বহির আদর্শ (গ) নক্সাতে দেওয়া গেল।

(গ) ২ নং রেজেষ্টারী।

জমা।				
আদায়ের তারিখ	প্রজার নম্বর	প্রজার নাম	চেকের নম্বর	টাকা
৫ শ্রাবণ ১৩০৫ সাল		গত কোয়ার্টারের মৌজুদ জমা		/১০
	১ নং	হারাধন মাইতি	৫০ নং	/১০
	২ নং	কেনারাম পাল	৫১ নং	/১০
	৩ নং	আশুতোষ ঘোষ	৫২ নং	৶৫
		ইত্যাদি		
		নকল করুন মোট		৪১৷৵১০

খরচ।		
খরচের তারিখ	খরচের বিবরণ ও জমা	টাকা
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সাল	তিলকপাড়া স্কুলের কেনারাম মাইতি চৌকিদারের সন ১৩০৫ সালের ৩য় কোয়ার্টার শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন মাহের বেতন ইত্যাদি	৯৲
	নকল করুন মোট	৪০৬৵০

বৈঃ ———
জমা ——— ৪১৷৵১০
খরচ ——— ৪০৬/০
বাকী ——— ১০৫

১৯ নূতন সন আরম্ভ হইলেই বৈশাখ মাহার প্রথম সপ্তাহে প্রথম কোয়াটর অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই তিন মাহার টেক্স প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কোন প্রজার টেক্স আদায় করিতে ত্রুটি বা বিলম্ব হইলে সেই কোয়াটরের প্রথম মাহার ১০ দশম দিবসের পর হইতে সেই প্রজার নিকট তাহার ত্রৈমাসিক টেক্সের দ্বিগুণ আদায় হইবে। সহজে আদায় না হইলে মালামাল ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা তাহা আদায় হইবে; গ্রামের চলিত সন হিসাবে জমা খরচের কাগজ থাকিলে এই-রূপে সেই সনের প্রথম মাস হইতে কার্য্য করিতে হইবে

২০। টেক্স আদায় জন্য পঞ্চাইতগণ চেক রসিদ ব্যবহার করিয়া তাহার মুড়ী রাখিতে বাধ্য, নচেৎ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এক জন চৌকিদারের গস্তে যতগুলি করদাতার বসত থাকিবে, সেই চেকে ততগুলি পাতা থাকিবে। এইরূপ চেক প্রস্তুত করিয়া দুই অংশে বিভাগ করিতে হইবে। প্রথমে তাহার প্রত্যেক পাতের উভয় অংশে (পৃষ্ঠায় নহে) ক্রমিক পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। টেক্স আদায় করিয়া প্রজার রসিদ দেওয়ার সময় টেক্স ধার্য্য ফর্দ্দ অথবা ১ নং রেজে-ষ্টারী অনুযায়ী প্রজাগণের নামের ক্রমিক নম্বর সহ নাম ও সাকিন এবং যে কোয়াটরের টেক্স অর্থাৎ ১ম, ২য় বা তৃতীয় কোয়াটর হইলে সেই সেই মাসের নাম ও সাল লিখিয়া দিতে হইবে। যেমন ১৩০৫ সনের দ্বিতীয় কোয়াটর শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের টেক্স বলিয়া লিখিয়া আদায়ের সন ও তারিখ এবং আদায়কারীর নাম স্বাক্ষর করিয়া বাম পার্শ্বের অংশ মুড়িতে থাকিবে, ডানি পার্শ্বের অংশ প্রজাকে দিতে হইবে। উভয় পার্শ্বে অবিকল নকল থাকা চাই। (ঘ) চিহ্নিত নক্সাতে চেকের আদর্শ দেওয়া গেল ;—

(য) চেক রসিদ বহি।

পত্রাঙ্ক ৫২ নং

৩। শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

সাং পানপাড়া।

সন ১৩০৫ সালের ২য় কোয়াটার শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাহার টেক্স বাবত ৶৫ নয় পয়সা মাত্র। ৫ই শ্রাবণ ১৩০৫ সাল।

শ্রীশম্ভুনাথ পাল,

আদায়কারী পঞ্চাইৎ।

পত্রাঙ্ক ৫২ নং

৩। শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

সাং পানপাড়া।

সন ১৩০৫ সালের ২য় কোয়াটার শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাহার টেক্স বাবত ৶৫ নয় পয়সা মাত্র। ৫ই শ্রাবণ ১৩০৫ সাল।

শ্রীশম্ভুনাথ পাল,

আদায়কারী পঞ্চাইৎ।

২১। ১২ নং রেজিষ্টারীতে যেরূপ ফরম আছে, আদর্শমতে তাহাতে কয়েকটী রুল টানিয়া ঘর বাড়াইয়া কার্য্য করিলে পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণকে হিসাবী কাগজ বুঝিতে ও এক বহির সহিত অন্য বহি আদির মিল করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহার আদর্শ (খ) ও (গ) নক্সাতে দেওয়া গেল।

২২। ১২ নং রেজিষ্টারীতে যে যে পৃষ্ঠায় অঙ্ক থাকিবে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার নীচে ঠিক দিয়া অপর পৃষ্ঠায় জের টানিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্ব শেষ পৃষ্ঠার মোটের সহিত মিল করিতে গেলে পরস্পর সকলের সহিত যাহাতে ঐক্য হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২৩। আদায় ওয়াশীলের কার্য্যে প্রথমে চেক রসিদ ব্যবহার করিয়া তৎপরে সেহা ও রোকড়ে জমা করিতে হয়। কোন প্রজার নিকট টেক্স আদায় সম্বন্ধে জরিমানা আদায় করিলে তাহাও এই চেকে (দণ্ড) বলিয়া লিখিয়া দিতে হইবে এবং তাহাও রসিদের উভয় অংশে থাকিবে এবং ১২ নং রেজিষ্টারীতেও সেই ব্যক্তির নামে দণ্ড সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া জমা করিতে হইবে।

আজকাল বাজারে চৌকিদারী টেক্স আদায়ের জন্য ছাপার চেক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ছাপার চেকে যে পরিমাণ লিখিতে হইবে, সাদা কাগজের চেকেও ঠিক সেই পরিমাণ লিখিতে হইবে অতি অল্পমাত্র পরিশ্রম করিয়া সাদা কাগজের চেক প্রস্তুত করিয়া লইলে ছাপার চেক অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে কার্য্য চলিতে পারে। ছাপার চেক খরিদ করিয়া

পয়সা নষ্ট করা উচিত নহে। চেক খরিদের মূল্য ফণ্ড হইতে ব'দ দেওয়া অবিধি।

২৪। ২ নং রেজেষ্টারী লিখিতে গিযা প্রত্যেক নামে নামে প্রজার ক্রেমিক নম্বর সহ চেকের পত্রাঙ্ক অনুযায়ী জমা করা উচিত। বাম পার্শ্বের পৃষ্ঠায় ঠিকের জের অন্য পাতার বাম পার্শ্বের পৃষ্ঠার উপরিভাগে (পর পৃষ্ঠার জের) লিখিয়া সেই জের সহ পুনরায় ঠিক দিতে হইবে। এইরূপে বাম পার্শ্বের যে কয়েকটী পৃষ্ঠায় এক কোয়াটরের আদায়ের জমা শেষ হইবে, তাহার সর্ব্ব শেষ পৃষ্ঠায় সমষ্টির রুজু রুজু ডাইন পার্শ্বের পৃষ্ঠাতে খরচ লিখিতে হইবে ও যে যে খরচ থাকিবে, তারিখ অনুযায়ী তাহা পৃথক পৃথক রূপে লিখিয়া মোট করিবে। খরচ লিখা শেষ হইলে ঐ পৃষ্ঠার নীচে এক স্থানে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া কৈফিয়ৎ টানিতে হইবে। তাহাতে যে বাকী থাকিবে, সেই বাকী ১ম, '২য় বা ৩য় কোয়াটরের জের বলিয়া অন্য কোয়াটরের আদায়ের জমা লিখিবার সময় উপরিভাগে (গত কোয়াটরের মৌজুদ জমা) লিখিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পরবর্ত্তী কোয়াটরের আদায় জমা করিতে হইবে। এইরূপে বৎসরের শেষে খরচ বাদ দিয়া কত অবশিষ্ট রহিল, তাহা স্পষ্টই একস্থানে বুঝিতে পারা যাইবে ও তাহাই পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানিয়া পূর্ব্ববৎ কোয়াটর কোয়াটর, পৃথক পৃথক, হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন পঞ্চায়িত এই ২ নং বহির সাহায্যে টেক্স আদায় জন্য প্রত্যেক কোয়াটরে চৌকীদারী খরচ ও চেক খরিদাদি অন্যায় ও

অতিরিক্ত খরচ লিখিয়া থাকেন, টেক্স আদায়ের জন্য ঢোল সহরৎ করা অন্যায়, তাহা না করিয়া বিনা ব্যয়ে গ্রামের চৌকিদারের দ্বারা প্রজাগণকে অবগত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; চেকের মূল্য পঞ্চাইতগণ আপন কমিশন হইতে দিতে বাধ্য।

২৫। যে যে প্রজা কোয়াটরের প্রথম ৭ দিবসের মধ্যে আপন আপন টেক্স আদায় দিতে বিলম্ব বা ত্রুটি করিবে,* ১ নং রেজেষ্টারীর ক্রমিক নম্বরযুক্ত নাম ও যে কোয়াটরের যাহার যত বাকী, তাহা লিখিয়া একটী ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইবে ও তাহাতে লিখিতে হইবে যে অদ্য হইতে ৩ দিবসের মধ্যে তোমরা আপন আপন দেনা অমুক কোয়াটরের টেক্স আদায় না দিলে তোমাদের মাল ক্রোক করা যাইবে † কোন প্রজা সেই মিয়াদ মধ্যে ওয়াশীল না দিলে সেই প্রজার নিকট টেক্স সায় জরিমানা অর্থাৎ তাহার টেক্সের দ্বিগুণ আদায় করিতে হইবে কোয়াটরের ১ম মাসের ১ম সপ্তাহ অতীত হইয়া ১০ম দিবস পরে ক্রোকের দ্বারা বা সহজে টেক্স আদায় দিলে টেক্সের দ্বিগুণ আদায় করিতে হইবে। টেক্স ও জরিমানা যে পরিমাণে [illegible] জনার নিকট পাওনা

---

* কোয়াটরের ১ম ৭ দিবসের মধ্যে আদায়কারী পঞ্চাইত টেক্স আদায় করিতে অবহেলন করিলে প্রজাগণের কর্ত্তব্য যে [illegible] টেক্স সময়ে আদায়কারীর বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দিয়া [illegible] আপন রসিদ লইয়া আসে কিম্বা আদায়কারী পঞ্চাইত গ্রামের মধ্যে যে কোন এক স্থানে বসিয়া টেক্স আদায় করিবার চেষ্টা করিলে তথায় উপস্থিত হইয়া টেক্স দিয়া রসিদ লইয়া আসা প্রজাগণের উচিত

† এইরূপ নোটিস না দিয়া মাল ক্রোক করা অন্যায় ও অবিধি

হইবে, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের কোন দ্রব্য ক্রোক করিতে পারা যাইবে না এবং সেই বাকীদার প্রজার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে চাষ বা অন্য কোন ব্যবসায়ের অস্ত্র বা যন্ত্রাদি কি কোন প্রকার স্থাবর পদার্থ এই টেক্সের জন্য ক্রোক বিক্রয় করিতে পারা যাইবে না যতদূর পারা যায়, সমান মূল্যের অস্থাবর দ্রব্য যাহা বাকীদারের ঘরে বা বাহিরে অথবা অন্য কোন স্থানে পাওয়া যাইবে, তাহা ক্রোক বা বিক্রয় করিয়া এই টেক্স আদায় করিতে পারা যাইবে ক্রোকী মাল চৌকিদারের জিম্মায় রাখিলে, চৌকিদার তাহা রাখিতে বাধ্য

২৬। কোন প্রজার বাকী টেক্সের জন্য মাল ক্রোক করিলে তাহাকে ২ দুই হইতে ৫ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে সে ইচ্ছা করিলে এই সময়ের মধ্যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি সবডিবিজনের অফিসার রায় বাহাদুরের হুজুরে আপত্তি জানাইয়া পক্ষ হইতে পারিবে কোন আদেশ প্রাপ্ত সক্ষম হইবে ক্রোকের সময় সেই প্রজাকে জানাইতে হইবে যে, এই সময়ের মধ্যে তুমি আপন দেয় টেক্স আর জরিমানা না দিলে তোমার ক্রোকী দ্রব্য নিলাম করা যাইবে। এই সকল কার্য্যে যাহাতে বেশী খরচ না হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিতে হইবে যদি নিলামের সময় কুলিয়া খরচ হয়, তাহা সেই নিলামী মূল্যের মধ্যে টেক্স ও জরিমানা বাদে যাহা কিছু বাকী থাকিবে, তাহার মধ্য হইতে কুলিয়াকে মজুরি দিতে হইবে ইহাতেও কিছু উদ্বৃত্ত হইলে তাহা বাকীদারকে ফেরৎ দিয়া তাহার নিকট হইতে রীতিমত রসিদ লইতে

হইবে। অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন বাকীদার প্রজা পঞ্চাইতের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া অথবা কেহ লজ্জিত হইয়া সেই উদ্বৃত্ত পয়সা ফেরত লইতে আইসে না, এতদ্রূপে কেহ না লইলে সেই উদ্বৃত্ত পয়সা ফণ্ডে জমা রাখিয়া পরবর্ত্তী কোয়াটরে সেই বাকীদারের প্রদেয় টেক্সে জমা করিয়া লইবেন। কোন প্রজার কিস্তি টেক্স বাকী পড়িয়া গেলে, তাহার টেক্স দেনা হইবার দিন অবধি ১ এক বৎসর গত হইলে পর সেই বাকী টাকা আদায় জন্য তাহার মালামাল ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারিবে না, সেই টেক্স তমাদী বলিয়া গণ্য হইবে। * কোন প্রজার মাল ক্রোক করিবার কার্য্যে কোন পঞ্চাইত ভ্রম বশতঃ বা কার্য্য-প্রণালীর অনভিজ্ঞতা বশতঃ কোন প্রকার অনিয়ম বা ত্রুটি করিলে সেই ক্রোক অন্যায় বা অসিদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহাতে অন্যায় বা অনিয়ম না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যে যিনি ক্রোক করেন, তাঁহার অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হইতে পারিবে না, আবশ্যক হইলে তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াও মাল ক্রোক করিতে পারিবেন। যদি ইহাতে কাহারও কোন-প্রকার ক্ষতি হইয়া থাকে, তিনি ক্রোককারীর বিরুদ্ধে উচিত

---

* সন ১৩০৫ সালের ১ম কোয়াটরের টেকস বৈশাখ মাসের ১ম ৭ দিবসের মধ্যেই আদায় হইবে। সেই সময়ের মধ্যে তাহা আদায় না হইয়া বাকী পড়িলে, পর বৎসর সন ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাস শেষ হইলেই গত সন ১৩০৫ সালের ১ম কোয়াটরের টেক্স তমাদি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু সেই সনের অবশিষ্ট তিন কোয়াটরের টেক্স যথারীতি আদায় হইতে পারিবে। এইরূপে পরবর্ত্তী এক এক কোয়াটর গত হইলে পশ্চাৎবর্ত্তী এক এক কোয়াটরের টেক্স তমাদি হইতে থাকিবে।

আদালতে রীতিমত নালিশ করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু অবিলম্বে সেই ব্যক্তির অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে ও সেই ব্যক্তির বাড়ীতে এক এক কেতা নোটিস দিতে হইবে। নোটিস প্রদানের সময় হইতে এক মাস গত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ না করিলে আর নালিশ করিতে পারিবেন না এবং নালিশ রুজু করিবার পূর্ব্বে ক্ষতি-পূরণ সম্বন্ধে উভয়পক্ষে কোন প্রসঙ্গ হইলে বাদীর নালিশ কোন কার্য্যকারক হইবে না, ক্রোককালে কেবলমাত্র মাল ক্রোক করা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার অত্যাচার করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। কোন গ্রাম বা ইউনিয়নের প্রজাগণ রীতিমত টেক্স আদায় না করিলে কিম্বা চৌকিদার নিয়মিতরূপে বেতন না পাইলে তথাকার পঞ্চায়তের আবেদন অনুসারে কিম্বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর স্ব ইচ্ছায় এইরূপ দুই বা ততোধিক গ্রাম অথবা ইউনিয়নের প্রজাগণের নিকট হইতে টেক্স আদায় জন্য একজন তহশীলদার বাহাল করিতে পারিবেন উক্ত তহশীলদার টেক্স আদায় আদি কার্য্যে পঞ্চাইতের ক্ষমতা পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন। কমিশনর সাহেব বাহাদুরের অনুমোদন সহকারে তহশীলদারের বেতন অবধারিত হইবে। যে সকল গ্রাম বা ইউনিয়নের প্রজা-গণের টেক্স আদায় জন্য তহশীলদার বাহাল হইবে, তথাকার প্রজাগণের টেক্সের সহিত তহশীলদারের বেতন বিছনি করিয়া আদায় করিতে হইবে। এইরূপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কিছুকাল পর সেই বাহাল রদও করিতে পারিবেন।

২৭। বাকীদারের মাল নিলাম করিয়া খরিদদারের নিকট মূল্য গ্রহণ করিলে, অমুক মৌজার অমুক কোটাটরের বাকী টেক্স ও জরিমানা আদায় জন্য তাহার ক্রোকী মালের নিলামী মূল্য বলিয়া লিপি পূর্ব্বক টেক্স আদায়ের চেকে তাহা ভুক্ত করিতে হইবে ও খরিদদারকে তাহার ২য় খণ্ড চেক দিতে হইবে; চেক অনুযায়ী নিলামী মূল্য ১ ২ নং রেজেষ্টারিতে বাকীদার প্রজার নামে জমা করিতে হইবে এবং তন্মধ্যে কেবল যাহা খরচ হইবে, ২ নং রেজেষ্টারিতে তারিখ ওয়ারী খরচ লিখিবেন। চেকের দ্বিগুণ যা [illegible] রসিদ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইবে, তাহা প্রত্যেক কোটাটরের শেষ [illegible] পর অং- মাসে "বি" ফরম পূরণ করিয়া সেই ফরম ও "বি" [illegible] চৌকিদারের দ্বারা স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে। পুলিস কর্ম্মচারী তাহা প্রেরণ [illegible] রীতিমত রসিদ প্রদান করি- বেন ও "বি" ফরমটী গ্রহণ করিবেন।

২৮। "বি" ফরমের পয়সা, চুরির মাল ও বাকী- দারের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত পয়সা যখন যাহা যে প্রকারে খরচ হইবে তাহার রসিদ ২ নং রেজেষ্টারিতে গঁদ দিয়া প্রমাণ স্বরূপ চিটাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। অপর পৃষ্ঠায় "বি" ফরমের আদর্শ দেওয়া গেল। এই প্রকারের জরিমানা আদি ডিক্রীকৃত চৌকি- দারী পুরস্কার ফণ্ডে জমা হইবে। চৌকিদারগণ উত্তম কার্য্য করিলে এই ফণ্ড হইতে ম্যাজিষ্টেট সাহেব বাহাদুর কর্তৃক পুরস্কার পাইবে। ইহাতে পঞ্চায়েত বা অপর কাহারও অধিকার নাই। এই পয়সা পঞ্চাইতের নিকট হইতে পুলিস ষ্টেশনে দাখিল হইবার পর পুলিসের দ্বারা ট্রেজারিতে দাখিল হইবে।

চৌকিদারী "বি" ফরম

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর	বাকীদার প্রজার নম্বর নাম ও সাকিন	যত জরিমানা আদায় করা হইল	পঞ্চায়েত এই টাকার জন্য যে চেক ব্যব হার করেন		আদায়কারী পঞ্চায়েত যে দিনে থানায় টাকা দাখিল করে	যে তারিখে থানায় ঐ টাকা প্রাপ্ত হন	যে তারিখে থানা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারীতে টাকা দাখিল জন্য প্রেরিত হয়	ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসের চালান রেজেষ্টারীর নম্বর	খাজাঞ্চী যে তারিখে টাকা প্রাপ্ত হন	মন্তব্য।
			চেকের নম্বর	চেকের তারিখ						
১নং	৩৮ নং কেদার বিশ্বাস সাং তিলপাড়া	/৬	৭৪ নং	১৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল	১৩ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল					
	৩৯ নং [illegible] সাং ঐ	/৬	৭৫ নং	ঐ	ঐ					

১ [illegible] স্বাক্ষর
২ [illegible] স্বাক্ষর
৩ চৌকিদারী [illegible] স্বাক্ষর
৪ একাউন্ট্যাণ্টের স্বাক্ষর
৫ খাজাঞ্চীর স্বাক্ষর

এই "বি" ফরমের ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত ঘরগুলি পঞ্চায়েত পূরণ করিয়া পরওয়ানাসহ চৌকিদারের দ্বারা পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইবেন। [illegible] না রাখিয়া [illegible] সাদা কাগজে "বি" ফরমের কেবলমাত্র হেডিং ছাপিয়া (কিছুই নাই) [illegible] এক খণ্ড ফরম [illegible] শেষ হইবার পর মাসের মধ্যে স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে, ইহার ১ম ঘরের নম্বর প্রত্যেক [illegible] প্রত্যেক [illegible] হিসাব দিতে হইবে।

২৯। মাল ক্রোক ও নীলামের সময় গ্রামের পঞ্চাইতের সহিত চৌকিদারের থাকা উচিত। এই সকল কার্য্যে দুই বা ততোধিক পঞ্চাইতের পক্ষে কর্ত্তব্য আদায়কারী পঞ্চাইত লিখিত আদেশ দ্বারা অন্য কোন পঞ্চাইত অথবা চৌকিদারকে এই কার্য্যের ক্ষমতা দিতে পারেন। গ্রামের চৌকিদারগণ টেক্স আদায় ইত্যাদি কার্য্যে ও আইন অনুযায়ী তাহার অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যে পঞ্চাইতের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য, অনেক-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চাইতগণ চৌকীদারের হাতে প্রজাগণের টেক্সের রসিদ দিয়া তাহার বেতন আদায় করিয়া লয়েন, ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও অবিধি। এবম্প্রকার আদেশ প্রতিপালনে চৌকিদারগণ বাধ্য নহে; কোন চৌকি-দার নূতন বাহাল হইলেই তাহাকে বাহিরের যে যে স্থানে ও যত ঘরের উপর তত্ত্বাবধান ও চৌকী পাহারা করিতে হইবে ও যে সকল ঘরের জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার বিষয় যথাযথ জানাইতে হইবে পঞ্চাইতগণ এই সব বিষয় তাহাকে অবগত করিয়া "ডাইরী" বহিতে নোট করিবেন। প্রত্যেক চৌকি-দারের গস্ত বিভক্ত থাকা কর্ত্তব্য, চৌকীদারী টেক্স আদায়ের কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বহি আদির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত এই ডাইরী বহিও পঞ্চাইতগণের রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার আদর্শ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

পঞ্চাইতের ডাইরী বহি।

কার্য্যের সন তারিখ	কার্য্যের বিবরণ ও পঞ্চাইতের স্বাক্ষর	মন্তব্য
সন১৩০৪সাল ১০ই চৈত্র	সন ১৩০৫ সাল জন্য তিলন্তপাড়া ইউনীয়নের প্রজাগণের টেক্স ধার্য্য করা গেল ও প্রজাগণের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করা গেল। শ্রী শ্রী	
১৫ই চৈত্র	অদ্য তিলন্তপাড়া গ্রামের অমুক অমুক প্রজা সন ১৩০৫ সালের টেক্স সম্বন্ধে আপত্তি করায় বিচার করিয়া খণ্ডন করা হইল ও পুনরায় নূতন ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা গেল এবং সমস্ত প্রজাগণ ধার্য্যে স্বীকারত হইল। শ্রী শ্রী	
৩০শে চৈত্র	সন ১৩০৫ সালের ১ম কোয়ার্টার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের টেক্স আগামী ২রা বৈশাখ তারিখে অমুক স্থানে দাখিল করিবার নিমিত্ত অমুক চৌকিদারের দ্বারা তাহার গস্তাধীন প্রজাদিকে অবগত করা গেল। শ্রী	

কার্য্যের সন তারিখ	কার্য্যের বিবরণ ও পঞ্চাইতের স্বাক্ষর	মন্তব্য
২রা বৈশাখ সন১৩০৫সাল	অদ্য ১ নং হইতে ৩৭ নং চেকের বাবদ তিলন্তপাড়া সাকিনের ৩৭ জনা প্রজার নিকট হইতে মোট ৪৸৶০ টাকা টেক্স আদায় করা গেল। শ্রী	
৩রা বৈশাখ	অদ্য ৪০ নাং ৭৫ নং চেক দ্বারায় তিলন্তপাড়া সাকিনের ৩৬ জনা প্রজার নিকট হইতে মোট ৫৶০ টাকা আদায় হইল। শ্রী	
৫ই বৈশাখ	অদ্য তিলন্তপাড়া গ্রামের কেনারাম পালের ১৩ [illegible] বৎসর বয়স্ক [illegible] কন্যা একটী ডোবার জলে পড়িয়া মরিয়া যাওয়ায় তৎসংবাদ দেওয়ার জন্য অমুক চৌকিদারকে সংবাদসহ থানায় পাঠাইলাম। শ্রী	
[illegible] বৈশাখ	গত রাত্রে তিলন্তপাড়া গ্রামের শিবু মণ্ডলের ঘরে চুরি হওয়ায় পঞ্চায়েৎ অমুক চৌকিদার ও শিবু মণ্ডলকে থানায় পাঠান গেল। শ্রী	

কার্য্যের সন তারিখ	কার্য্যের বিবরণ ও পক্ষ ইতের স্বাক্ষর	মন্তব্য
৮ই বৈশাখ	৩৮।৩৯নং প্রজা নিয়মিত সময়ের মধ্যে সন ১৩০৫ সালের ১ম কোয়াটরের টেক্স না দেওয়ায় অদ্য হইতে তিন দিবসের মধ্যে টেক্স আদায় না দিলে তাহাদের মাল ক্রোক করা যাইবে বলিয়া গ্রামের চৌকিদারের দ্বারা তাহাদিগকে জানান গেল। শ্রী	
১১ই বৈশাখ	উক্ত ৩৮ ৩৯ নং প্রজা অদ্য পর্য্যন্ত সন ১৩০৫ সালের ১ম কোয়াটরের টেক্স না দেওয়ায় তাহাদের গোবিন্দ নাম-কের ঘর হইতে পিতলের ঘটী ১টী ও অমু-কের ঘর হইতে কাঁসার থালা ১টী ক্রোক করা গেল ও তাহাদের টেক্স ও জরি-মানা আদায় দিবার জন্য তাহাদিগকে ৫ পাঁচ দিবসের মহলত দেওয়া গেল। শ্রী শ্রী	

ইত্যাদি।

৩০ এইরূপে এই বহিতে চৌকিদারী কার্য্যে পঞ্চাইত-গণের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয় অর্থাৎ যে যে তারিখে যে প্রকারে যে কার্য্য করা যাইবে, তাহা লিখিত হইবে ও তাহার নীচে নীচে স্বাক্ষর করিতে হইবে। পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ পঞ্চাইতের কাগজাত পরীক্ষা করিতে চাহিলে তিনি যেন ঐ বহি ধরিয়াই সকল কার্য্য ও প্রত্যেক বহি পরীক্ষা করিতে পারেন। এই জন্য সকল বহি আদিও কার্য্যের সহিত পরস্পরের মিল রাখিয়া এই বহি লিখা নিতান্ত আবশ্যক।

৩১ চৌকিদারী টেক্স আদায়ের কার্য্যের আয় ও ব্যয় আদি পরীক্ষা করিবার জন্য সাধারণ প্রজাগণের বিশেষ অধিকার আছে। পঞ্চাইতগণ প্রজাদিগকে আয় ও ব্যয় বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীও পঞ্চাইতের কার্য্য পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বিনা আদেশে পুলিস কর্ম্মচারিগণ চৌকীদারী টেক্স আদায়ের কার্য্যে পঞ্চাইতের সাহায্য করিতে বাধ্য নহেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর যখন ইচ্ছা, পঞ্চাইতগণের হিসাবী কাগজ পরীক্ষা করিতে পারেন।

৩২। প্রত্যেক কোয়ার্টর শেষ হইবার পর অন্য কোয়ার্টরের ৩০ দিবসের মধ্যে কিম্বা অন্য কোয়ার্টরের দ্বিতীয় মাহার প্রথম সোমবার ও মঙ্গলবার অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে চৌকীদারকে তাহার প্রাপ্য গত কোয়ার্টরের বেতন দিয়া আদায়কারী পঞ্চাইত তাহার রসিদ বহিতে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও রসিদ বহিসহ বেতনের টাকা লইয়া চৌকীদারকে স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইবেন। কিম্বা পঞ্চাইত স্বয়ং বেতনের টাকাসহ চৌকী-

দারের সহিত পুলিস ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন। ইচ্ছা করিলে পঞ্চাইত আপন প্রতিনিধি স্বরূপ আপনার কোন এক কর্ম্ম-চারীকে টাকাসহ চৌকিদারের সহিত পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইতে পারিবেন। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং বেতনের টাকা দেখিয়া চৌকিদারকে বেতন অর্পণ করিবেন ও উক্ত রসিদ বহিতে তারিখ মত স্বাক্ষর করিবেন। চৌকিদারের রসিদ বহির আদর্শ অনাবশ্যক ভাবিয়া ইহাতে দেওয়া গেল না। এই রসিদ বহী সমস্ত চৌকিদারের নিকট থাকিবে। চৌকি-দারকে বেতনের টাকা দিবার [illegible] দান-কারী পঞ্চাইতের রেজেষ্টারী [illegible] নং ফর্ম্মের ২০২ বহীর খরচের পৃষ্ঠায় বেতনের টাকা [illegible] লেখা কালে চৌকিদারের স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া উচিত, তাহা হইলে চৌকিদার বেতন পাইয়া আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। কোন চৌকিদার লেখা পড়া না জানিলে, পঞ্চাইতের পক্ষে তাহাকে তাহার নাম লিখিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পঞ্চাইতের অবশ্য কর্ত্তব্য। বেতন প্রদানের পর [illegible] দিবসের পূর্ব্বে চৌকি-দার গ্রামে বেতন পাইয়াছে বলিয়া সেই দিবস পঞ্চাইত বা চৌকিদার ষ্টেশনে আসিয়া প্রকাশ করিলে কিম্বা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে চৌকিদার অন্য কোন প্রকারে আপন বেতন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা কখন গ্রাহ্য হইবে না। সে চৌকিদারের বেতন অবশ্যই বাকী পড়া বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে চৌকিদারকে বেতন না দিলে পঞ্চাইতগণের বিরুদ্ধে পুলিস ষ্টেশন হইতে নিয়মিত সময়ের অব্যবহিত পরেই পুলিস অফিসের দ্বারা জেলার

শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি সব্-ডিভিজন্যাল অফিসার রায় বাহাদুরের অফিসে বাকীজায় যাইবে। তদ্দৃষ্টে পঞ্চাইতগণের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। কোন পিয়াদা ঐ ওয়ারেণ্ট সহ মফঃস্বলে আসিয়া আদায়কারী পঞ্চাইত কি পঞ্চাইতগণের মধ্যে কোন না কোন এক ব্যক্তির অথবা প্রত্যেক পঞ্চাইতের নিকট হইতে তাহাদের অস্থাবর মাল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা ওয়ারেণ্টের লিখিত চৌকিদারের বাকী বেতন আদায় করিতে সক্ষম হইবে। পিয়াদা সেই টাকা আদায় করিয়া পুলিস ষ্টেশনে দাখিল করিলে পর চৌকিদার তথা হইতে বেতন পাইবে। প্রত্যেক ওয়ারেণ্ট অনুযায়ী অতিরিক্ত ফিস অর্থাৎ তলবানা ৷৹ আট আনাও পিয়াদা আদায় করিবে। এই তলবানা পঞ্চাইতের জরিমানা স্বরূপ চৌকিদারী হিসাব ও জমা খরচে পঞ্চাইত তাহা খরচ দেখাইতে পারিবেন না। এইরূপে আদায়কারী পঞ্চাইত ব্যতীত অন্য কোন পঞ্চাইতের নিকট হইতে চৌকীদারের বেতন আদায় হইলে, সেই পঞ্চাইত ফণ্ড হইতে আপন প্রাপ্য টাকা আদায় লইতে পারিবেন, গ্রামের চৌকিদার উক্ত পিয়াদার নিশান দেওয়া আদি কার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য। থানা হইতে বাকীজায় যাইবার অনতিবিলম্বে কিম্বা ফৌজদারী হইতে ওয়ারেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে যদি কোন পঞ্চাইত চৌকিদারকে বেতন দিতে চাহেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ চৌকিদারের বেতন থানায় লইয়া গিয়া দাখিল করিতে পারেন ও তথা হইতে রসিদ পাইতে পারেন। এইরূপে কোন চৌকিদারের বেতন থানায় দাখিল হইলে

থানার কর্ম্মচারী অবিলম্বে সেই পঞ্চাইতের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট স্থগিত করিবার জন্য চৌকিদারী সেরেস্তায় রিপোর্ট করিবেন এবং চৌকিদার উপস্থিত থাকিলে তাহাকে বেতন প্রদান করিবেন, না থাকিলে হাজরান দিবসে প্রদান করিবেন। ইহাতে পঞ্চাইত আপন দণ্ড অর্থাৎ তলবানা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন। পিয়াদা কোর্ট হইতে ওয়ারেণ্ট পাইলে প্রথমে থানায় আসিয়া দেখিবে ওয়ারেণ্টে লিখিত চৌকিদার বাকী জায় যাইবার পর বেতন পাইয়াছে কি না, যদি পাইয়া থাকে, তবে পিয়াদা মফঃস্বলে গিয়া সেই পঞ্চাইতের নিকট হইতে কেবল তলবানা মাত্র আদায় করিবে। থানার বহিতে সেই চৌকিদারের বেতন শোধ হইযা না থাকিলে রীতিমত ওয়ারেণ্ট তামিল করিবে অর্থাৎ বেতন ও তলবানা আদায় করিয়া বেতন থানাতে আনিয়া দাখিল করিবে এবং রসিদ লইবে ও ওয়ারেণ্ট সহ তলবানা নাজিরখানাতে দাখিল করিবে।

৩৪। কোন পঞ্চাইত ক্রমান্বয়ে বেতন বাকী ফেলিতে থাকিলে অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের মধ্যে চৌকিদারকে বেতন না দিলে অথবা ১ এক বৎসরের মধ্যে যে যে পঞ্চাইতের উপরে উপর্য্যুপরি দুই বার অথবা তদপেক্ষা বেশী ওয়ারেণ্টের প্রার্থনা হইবে জেলার শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কি চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা সবডিভিজন্যাল অফিসার রায় বাহাদুর ইচ্ছা করিলে সেই পঞ্চাইতকে স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আদেশক্রমে পুলিস ষ্টেশনে কয়েক বার উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা এই প্রকার অন্য কোন আদেশও

দিতে পারিবেন, যদি কো'ন পঞ্চাইত এইরূপ আদেশ প্রতি-পালন না করেন, তাহা হইলে তিনি হুকুম অমান্যের অপরাধে দণ্ডনীয় হইবেন কিম্বা আদায়কারী পঞ্চাইত ও অন্যান্য পঞ্চাইতগণকে তলব করিয়া ওদফা অনুযায়ী দণ্ডবিধান করিতেও পারিবেন। দেখিতে গেলে টেক্স আদায়ের সময় হইতে চৌকিদারকে বেতন দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত পঞ্চাইতগণ পূর্ণ ৩|৪ মাস কাল টেক্স আদায় করিয়া হাতে রাখিতে পারিতে-ছেন। নিরূপিত সময়ের মধ্যে টেক্স আদায় ন করিলে বা এত দীর্ঘকালের পরও চৌকিদারকে নিরূপিত সময়ে বেতন না দিলে কেন যে পঞ্চাইতগণ দণ্ডনীয় না হইবেন, তাহার কোন কারণ নাই।

৬৫। কোন আদায়কারী পঞ্চাইত যে কোন কারণ বশতঃ হউক না কেন, আপন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কার্য্যারম্ভ করিবার সময় হইতে কার্য্য ত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত জমা খরচ ও বাকীর হিসাব মায় হাল বকেয়া হিসাবী কাগজাত যে ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য পরস্পরের আদান-প্রদানে উভয়ে রসিদ লইতে পারিবেন, সেই রসিদ এক সময়ে উভয়ের পক্ষে প্রমাণ ও দলিলস্বরূপ গণ্য হইতে পারিবে।

৬৬। গ্রামের চৌকিদারগণ পঞ্চাইতগণের টেক্স আদায়াদি সরকারী কার্য্যে সম্যক্‌রূপে সহায্য করিতে বাধ্য। চৌকিদারগণ তাহাতে অবহেলা বা ত্রুটি করিলে আইনানু-সারে দণ্ডনীয় হইবে। অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়

যে, এতদ্ব্যতীত সামান্য সামান্য কারণেও পঞ্চাইতগণ চৌকিদারগণের সাহায্য প্রার্থনায় তাহাদের সহিত মনান্তর করিয়া থাকেন; এমন কি, চৌকিদারকে বরখাস্ত করিবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু চৌকিদারকে বরখাস্ত কি দণ্ডবিধানের ক্ষমতা পঞ্চাইতগণের নাই। চৌকিদার আইনসঙ্গত অপরাধ করিলে, তাহার অপরাধ অনুসারে বিচার আদালত অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাহাদুর বা চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি সব-ডিবিজন্যাল আফিসার রায় বাহাদুর তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন। চৌকিদারের অপরাধ প্রকাশ পাইলে পঞ্চাইতগণ অবিলম্বে উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের সমীপে তাহা জানাইতে পারিবেন।

৩৭। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রামের মধ্যে সম্পত্তিপন্ন, সম্ভ্রান্ত, মুখ্য মণ্ডল ও পঞ্চাইত আদি ব্যক্তিগণ চৌকিদারের হাত হইতে তাঁহাদের টেক্স সম্বন্ধে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করেন, এমন কি, কিছু কিছু ছাড় লইয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয় ও অন্যায় কার্য্য। চৌকিদারগণ সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী, সামান্য পয়সার জন্য তাহাদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা কোন প্রকারে উচিত নহে। এই সকল কারণেও অনেক স্থলে চৌকিদারী পদের জন্য ভাল লোক পাওয়া যায় না। চৌকিদারগণ উক্ত ব্যক্তিগণের মতে সম্মত না হইলে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া উহাকে নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া থাকেন। এমন কি, গ্রামের মধ্যে সেই চৌকিদারে জন মজুর পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে দেখা যায়। যাহাতে এইরূপ কুপ্রথার নিবারণ

হয়, তৎপক্ষে উপর্য্যুক্ত ভদ্রেরগুলীর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এইরূপ অপরাধ প্রমাণ হইলে পঞ্চাইত আদি আইনানুসারে বিশেষ দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য চৌকিদার কম বেতন পাইলে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি করে, তখন তাহাকে ভদ্রমণ্ডলীর কোন কথা বলিবার ক্ষমতা থাকে না; পূরা বেতন পাইলে সে ভয়ে ভয়ে আপন কর্ত্তব্য কার্য্যাদি উত্তমরূপে সমাধা করে, চৌকিদার কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি না করিয়া রাত্রিকালে গস্ত মধ্যে রীতিমত চৌকি পাহারার কার্য্য করিলে প্রায় কোন প্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে না।

৩৮। পঞ্চাইতগণ পাবলিক সার্ভ্যাণ্ট অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মকারক বলিয়া পরিগণিত আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে কোন মোকদ্দমার বিচারার্থে দরখাস্ত হইলে তিনি বিচারের পূর্ব্বে ঘটনার সত্যতা নির্ণয় জন্য ও আসল অবস্থা অবগত হইবার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা সেই দরখাস্ত পঞ্চাইতগণের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন, পঞ্চাইতগণ তাহার রিপোর্ট করিবেন কোন প্রজা চৌকিদারী টেক্স আদায়াদি সরকারী কার্য্যে পঞ্চাইতকে বাধা দিলে বা কোন প্রকারে বল প্রয়োগ করিলে, তাহার অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধি আইনের ১৮২।১৮৩ বা ৩৫৩ ধারামতে * সে দণ্ডনীয় হইতে পারিবে।

---

* ১৮২ ১৮৩ ধারামতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৬ মাস পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারে, কিম্বা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডও হইতে পারে

৩৫৩ ধারামতে ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডও হইতে পারে

৩৯। পঞ্চাইতগণের দ্বারা যে চৌকিদারী টেক্স আদায় করা হয় ও টেক্স অনাদায়ে যাহা জরিমানা গ্রহণ করা হয়, তাহা সরকারী তহবীল বলিয়া গণ্য। কোন পঞ্চাইত সেই টাকা কোন না কোন প্রকারে আত্মসাৎ করিলে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গোপন করা প্রমাণীকৃত ও বিশ্বস্ত হইলে তিনি দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারামতে দণ্ডনীয় হইতে পারেন। কোন পঞ্চাইত দুষ্টাভিসন্ধি সহকারে মিথ্যা কাগজ প্রস্তুত করিলে অর্থাৎ তাঁহার টেক্স আদায়াদি কার্য্যে হিসাবী চেক রসিদ ও মুড়ী এবং অন্যান্য বহির সহিত অনৈক্য দোষ সপ্রমাণ হইলে তিনি দণ্ডবিধি আইনের ১৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত কোন পঞ্চাইত কোন কারণে চৌকিদার বা কোন প্রজার নিকট হইতে কোন প্রকারে কিছু না কিছু উৎকোচ গ্রহণ করিলে তিনি দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবেন। বাকী পড়া টেক্সের জন্য কোন প্রজার মাল নিলাম করিয়া যদি কোন পঞ্চাইত আপন দুষ্টাভিসন্ধি পূরণাভিপ্রায়ে সেই মাল কোন প্রকারে নিজে গ্রহণ করেন, তবে তিনি দণ্ডবিধি আইনের ১৬৯ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবেন। এতদ্ব্যতীত কোন পঞ্চাইত কোন না কোন

---

৪০৯ ধারামতে দাওরা সোপর্দ্দ হইতে পারে, বিচারে ঊর্দ্ধসংখ্যা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১৬১।১৬৭ ধারামতে ঊর্দ্ধসংখ্যা তিন বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ডও হইতে পারে।

১৬৯ ধারামতে ঊর্দ্ধসংখ্যা বিনা শ্রমে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ডও হইতে পারে এবং মোকদ্দমা সংক্রান্ত মাল সরকারে জব্দ হইবে।

প্রকারে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি করিলে চৌকিদারী আইনের ৮ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেন

৪০। গ্রামের মধ্যে কোন প্রজার বাড়ীতে জন্ম বা মৃত্যু হইলে গ্রামের কোন একজন পঞ্চাইত চৌকিদারের হাতচিঠা বহিতে সেই জন্ম বা মৃত্যুর বিষয় লিখিয়া হাতচিঠাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং চৌকিদারের হাজীরান দিবসে স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে গিয়া থানার বহিতে লেখইবার জন্য চৌকিদারকে উপদেশ দিবেন। হাজীরান করিয়া চৌকিদার ফেরৎ আসিলে সে তাহা থানার রেজেষ্টারীতে লিখাইয়া তাহার হাতচিঠা বহিতে থানার কোন কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর আনিয়াছে কি না, পঞ্চাইত তাহা পরীক্ষা করিবেন। কোন সপ্তাহে জন্ম বা মৃত্যু সংবাদ না থাকিলে চৌকিদারের জন্মের হাতচিঠা বহিতে (গত সপ্তাহের মধ্যে কোন জন্ম সংবাদ নাই) বা মৃত্যুর হাতচিঠাতে (গত সপ্তাহের মধ্যে কোন মৃত্যু সংবাদ নাই) বলিয়া লিখিয়া পঞ্চাইতকে চৌকিদারের হাতচিঠা বহিতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য না করিলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে। কোন পঞ্চাইত বাহাল হইবার পর কোন সময়ে পীড়া বশতঃ কার্য্যে অপারক হইয়া পড়িলে কিম্বা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ স্থানান্তরে থাকিতে হইবে জানিতে পারিলে তাঁহাকে আপন পদত্যাগ করিবার জন্য অথবা কিছুকালের অবসর লইবার নিমিত্ত একায়েক চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি সবডিবিজন্যাল আফিসার রায় বাহা-

---

চৌকিদারী আইনের ৮ ধারা অনুসারে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে

হুরের সমীপে অথবা থানায় পুলিশের দ্বারা লিখিত আবেদন করিবেন। কোন চৌকিদার [illegible] আরোগ্য-লাভ করিয়া [illegible] হইতে [illegible] তথা কোন চৌকিদার [illegible] সেই চৌকি-দারের স্থানে [illegible] সব ব্যক্তিকে একটীং [illegible] আবেদন ব্যক্তির কার্য্য [illegible] একখণ্ড রিপোর্ট সহ [illegible] করিবেন। থানার কর্ম্মচারী [illegible] বাবুর আফিসে [illegible] বিষয় ডাইরী বহিতে [illegible] আবেদন [illegible]ন ব্যক্তি আপন [illegible] লিখিবেন। এইরূপে যাহার [illegible] তাহাকে তত্ত্বাবধান [illegible] থানায় পাঠাইবেন এবং তাহার [illegible] তাহাদের লিখিবেন। কোন কারণে [illegible] কিছুকালের জন্য খালি থাকিলে [illegible] জমা থাকিবে। এইরূপ পদ খালি [illegible] নিযুক্তির বিবরণ ডাইরী বহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে। কোন [illegible] মিথ্যা খরচ লিখিয়া যেন [illegible] না হয়, তাহা প্রমাণ হইলে সেই পঞ্চাইত ফৌজদারী সোপর্দ্দ এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডনীয় হইবেন। কোন চৌকীদারের মৃত্যু হইলে কি কোন চৌকিদার বরখাস্ত হইয়া গেলে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ কোন চৌকিদারের পদ খালি হইলে পঞ্চাইতগণ

সেই চৌকীদারের স্থলে অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া বাহাল করিবার জন্য সম্মতিপত্রসহ অবিলম্বে স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইবেন যদি কোন পঞ্চাইত নূতন ব্যক্তিকে বাহালের জন্য পাঠাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক এটি বা বিলম্ব করেন, তবে চৌকিদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কি সবডিভিজন্যাল অফিসার রায় বাহাদুর কি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাহাদুর অথবা ডিভিজনের ইন্‌স্পেক্টর বা স্থানীয় পুলিসের দারা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাহাল করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাতে কোন পঞ্চাইতের অপরাধ বা ত্রুটি লক্ষিত সপ্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি করা দোষে সেই পঞ্চাইতকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

৪৯ গ্রামের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা অর্থাৎ চুরী, ডাকাইতি, খুন, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গৃহদাহ, সন্দেহ মৃত্যু, অপমৃত্যু, বলাৎকার, দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ, কৃত্রিম মুদ্রা সম্পর্কীয় অপরাধ, গুরুতর জখম, বিষ বা মাদকদ্রব্য প্রয়োগ ও মনুষ্য চুরী ইত্যাদি ঘটনা ঘটিলে কি কোন ঘটনা হইবার উদ্যোগ হইলে অথবা সহায়তা করিলে এবং কোন সন্দিগ্ধ-চরিত্র ব্যক্তি আসিলে বা কেহ কোন চোরাই মাল ব্যবহার করিলে, কিম্বা পলাতকা অপরাধী ধৃত হইলে, কি পুলিসের ধর্ত্তব্য জামিন অযোগ্য অপরাধের ঘটনা হইলে বা অপরাধী ধৃত হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রামের পঞ্চাইতগণ চৌকিদারের দ্বারা স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে সংবাদ পাঠাইবেন। ধৃত আসামীকে তৎক্ষণাৎ পুলিস ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য চৌকিদারকে উচিতমত সাহায্য

প্রদান করিবেন এবং ঘটনা সমূহের সংবাদ অবিলম্বে পুলিস ষ্টেশনে পাঠাইবেন, এই প্রকার কার্য্য করিতে তাঁহারা বাধ্য, কিন্তু এই সকল কার্য্যে গ্রামের চৌকিদার, পঞ্চাইত, মুখ্য, মণ্ডল বা গ্রামের প্রধান কিম্বা জমিদারের কর্ম্মচারী আদি ইহাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব কিম্বা দুষ্টাভিসন্ধি সহকারে অবহেলা বা ত্রুটি করিবেন, তিনি দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য *।

৪২। দফাদারী পঞ্চাইতের কার্য্যপ্রণালী।

১। যে যে স্থানে ১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে চৌকিদারী কার্য্য চলিতেছে, তথায় শ্রীযুক্ত ইন্স্পেক্টর জেনারাল সাহেব বাহাদুরের ১৮৯৫ সালের ২০ নং ও ১৮৯৬ সালের ২ নং সার্কুলার অনুসারে দফাদারী প্রথার প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

২। দফাদারগণ গ্রাম্য চৌকীদারগণের উপরিস্থ ও পুলিস কনষ্টেবলগণের নিম্নস্থ একপ্রকার মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য। ইহারা চৌকীদারগণের কর্ত্তব্য কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবে। চৌকীদারগণ যে যে কার্য্যের জন্য দায়ী ও দোষী, দফাদারগণ তজ্জন্য দায়ী নহে। দফাদারগণের কার্য্যবিবরণী অন্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইল।

৩। দফাদারগণ গ্রাম্য চৌকীদারের ন্যায় পঞ্চাইতের অধীনে টেক্স ধার্য্য ও টেক্স আদায় আদি কার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য।

---

* ১৭৬ ধারামতে ঊর্দ্ধসংখ্যা বিনা শ্রমে এক মাস পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা ৫০০৲ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ডও হইতে পারে

দফাদারগণ চৌকীদারের ন্যায় প্রজাগণের নিকট হইতে পঞ্চাইতের দ্বারা প্রত্যেকে মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইবে। ইহাদের পোষাক চৌকীদারী পোষাকের মত হওয়া উচিত নহে।

৫। এক্ষণে ১, ২ বা ৩টী গ্রাম লইয়া এক ইউনিয়নের প্রজাগণের উপর চৌকীদার নিযুক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য চলিতেছে, সেইরূপ নিকটবর্ত্তী ৫, ৭ বা ততোধিক গ্রামের ৯০০ হইতে ১১০০ বাটী লইয়া* একটী ইউনিয়ন গঠিত হইবে, তাহাতে ১০ জন চৌকীদার ও ১ জন দফাদার নিযুক্ত হইবে। ইহাদের বেতন আদায় আদি কার্য্যের জন্য এক ইউনিয়নে একজন আদায়কারী পঞ্চাইত ও ৪ ৫ জন সহকারী পঞ্চাইত নিযুক্ত হইবে তাঁহারা তত্ত্বাবধান ও চৌকী পাহারার জন্য ইউনিয়নস্থ বাটী সমূহ ১০ দশ জন চৌকীদারকে বিভাগ করিয়া দিবেন। তাহাতে চৌকীদারগণের গস্তের সুবিধানুসারে এক এক জনের অধীনে ৫০, ৬০, ৭০ বা শতাধিক ঘরও পড়িলে কোন দোষ হইতে পারে না। যে যে সীমার মধ্যে যে যে পরিমিত জমী ও বাটীর উপর চৌকী পাহারা করিতে হইবে, পঞ্চাইতগণ তাহা চৌকীদারদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, চৌকীদারগণকে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৬ পঞ্চাইতগণ যথাসময়ে তাহাদের অধীনস্থ ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম সমূহের আরও ১০৫ জন ভদ্র প্রজাসহ

---

* প্রত্যেক ইউনিয়নে ১০০০ ঘর থাকিতে থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ঐ নয় শত কি হাজার ঘরে যদি ১০ জনের অধিক চৌকীদার বেশ গস্ত হয়, তবে বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য চৌকীদারকে বরখাস্ত করা উচিত

একস্থানে একত্রিত হইয়া গ্রাম অনুযায়ী তরতিব মত একান্নবর্ত্তী বাটী সমূহের একটী লিষ্ট করিয়া প্রজাগণের অবস্থানুসারে নিরপেক্ষভাবে একত্রে টেক্স ধার্য্য করিবেন। ১০ জন চৌকীদার ও ১ জন দফাদারের বেতন ও ঐ বেতনের উপর পঞ্চাইতের কমিশন, ফৌত পলাতকা প্রজার জন্য ফাণ্ডে জমা ও চৌকীদারগণের পোষাকের মূল্য বাবত খরচ সর্ব্বসমেত মোট শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে বেশী ধরিয়া টেক্স ধার্য্য করিতে হইবে।

৭। চৌকীদারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা হইলে এক ইউনিয়নের ১০ জন চৌকীদারের বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা ও দফাদার এক জনের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা, একুন ৪৬৲ টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা নিয়মে পঞ্চাইতের কমিশন বাবদ টাকা প্রতি ৴১০ হিসাবে ৪৸৴১২ এবং ফৌত পলাতকা আদির ও চৌকীদারের পোষাকের মূল্য বাবদ শতকরা ৫৲ টাকা নিয়মে টাকা প্রতি ৴১৬ হিসাবে ২।১৬ টাকা, একুনে ৫২৸৶৮ টাকা সেই ইউনিয়নের ৯ নং শত হইতে ১১ শতের মধ্যে যতই ঘর থাকুক না কেন, উপাক্ত প্রজাগণের উপর এই হিসাব অনুযায়ী মাসিক হিসাবে টেক্স ধার্য্য করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী ধরা যাইতে পারিবে না। কোন স্থানে চৌকীদারের বেতন মাসিক ৫৲ টাকা হইলে এই নিয়মে সেই ইউনিয়নে মাসিক ৬৪৶৮ অথবা সাম্বৎসরিক ৭৭২৸১৬ টাকা ধার্য্য করিতে হইবে এবং কোন স্থলে চৌকীদারের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা হইলে সেই ইউনিয়নে মাসিক ৭৫৮৶৮ অথবা সাম্বৎসরিক ৯১০৸১৬ টাকা ধার্য্য করিতে হইবে।

কোন স্থানে এক ইউনিয়নে ১০ জন চৌকীদারের মধ্যে মাসিক ৩।৪।৫ ৬৲ টাকা বেতনের চৌকীদার থাকিলে এই হিসাবেই খতাইয়া লইতে হইবে।

৮। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন স্থানে চৌকীদারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা হইলে প্রত্যেক ইউনিয়নে ১০ জন চৌকীদার ও ১ জন দফাদারের বেতন আদায়কারী পঞ্চাইতের কমিশন ও চৌকীদারের পোষাকের মূল্য আদি বাবদ মাসিক ৫২৸৶৮ টাকা অর্থাৎ বাৎসরিক মোট ৬৩৪৸১৬ টাকা টেক্স ধার্য্য হইবে, বৎসরের শেষে উহার মধ্যে প্রজাগণের নিকট হইতে ফৌত পলাতকা বাদে (মনে করুন) ৬৩২।৶০ টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১০ জন চৌকীদারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক মোট ৪৮০৲ টাকা ■ দফাদার একজনার মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের বেতন ৭২৲ টাকা একুন ৫৫২৲ টাকা, আদায়ী ৬৩২।৶০ টাকা হইতে বাদ দিলে ৮০।৶০ টাকা বাকী থাকিবে, তন্মধ্যে পঞ্চাইতের কমিশন বাবত শতকরা ১০৲ টাকা হরে ৫৫২৲ টাকার উপর ৫৫৶৪ টাকা বাদ দিলে ২৫৶১৬ টাকা থাকে, পর বৎসর পুনরায় মোট জমা ৬৩৪৸১৬ টাকা হইতে কমে থাকা মজুত জমা ২৫৶১৬ টাকা বাদ দিয়া ৬০৯৴০ টাকা পুনরায় প্রজাগণের উপর টেক্স ধার্য্য করিতে হইবে বৎসরান্তে উহার মধ্যে (মনে করুন) ৬০৮৶০ টাকা আদায় করা হইয়াছে, সেই টাকা ও গত সনের মজুত ২৫৶১৬ টাকা, মোট ৬৩৩৸৶১৬ টাকা হইতে উল্লিখিত হিসাব অনুসারে ১০ জন চৌকীদার ও এক জন দফাদারের এক বৎসরের বেতন বাবত

৫৫২৲ টাকা ও ঐ বেতনের টাকার উপর কমিশন বাবত ৫০৵৪ টাকা বাদ দিলে মোট ২৬৶১২ টাকা থাকিবে, উহা হইতে ১০ জন চৌকীদারের পোষাকের মূল্য বাবদ প্রত্যেকের ২ টাকা হিসাবে ২০৲ টাকা দিতে হইবে, বাকী ১৶১২ টাকা ঐই সনে ফণ্ডে জমা থাকিবে। এইরূপে চৌকীদারগণের পোষাকের মূল্য দুই বৎসর অন্তর দিতে হইবে; অবশিষ্ট ১৶১২ টাকা যাহা বাকী থাকে, তাহা মোট জমা হইতে বাদ দিয়া বাকী টাকা উপরি লিখিত নিয়মানুসারে পুনরায় পর-বৎসরে এক ইউনিয়নের ১০ জন চৌকীদারের গস্তাধীন প্রজা-গণের উপর বিছানী করিতে হইবে। গ্রাম অনুসারে বা চৌকীদারের গস্ত অনুসারে কোনরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে টেক্স ধার্য্য হইবে না।

৯। দফাদারের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা, ইহা নিতান্ত অল্প নহে; তাহাদের পোষাকের মূল্য তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হইলে ভাল হয়, তাহারা স্বয়ং মূল্য দিয়া পোষাক খরিদ করিলে সেই দ্রব্যের প্রতি মায়া মমতা করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে পারে। প্রস্তাবিত টেক্স হইতে দফাদারের পোষাকের মূল্য দেওয়া হইলে তাহারা অত্র সেই পোষাক নষ্ট করিয়া দেওয়া বা অযত্ন করা অসম্ভব নহে। ৮ম দফার লিখিত হিসাব অনুসারে চৌকীদারগণের মাসিক ৪৲ টাকা বেতনের স্থলে মোট জমা ৬৩৪৸১৬ টাকার মধ্যে চৌকীদার ও দফাদারের বাৎসরিক বেতন ও কমিশন আদি বাদে দুই বৎসরে কেবলমাত্র ১০ জন চৌকীদারের পোষাকের মূল্য দেওয়া যাইতে পারে, অল্পমাত্র যাহা বাকী থাকে, তাহাতে

একজন দফাদারের পোষাকের মূল্য সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নহে। কেবলমাত্র দফাদারের পোষাকের মূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিনা আদেশে এক বৎসর-মধ্যে ২য় বার পৃথক্ টেক্স ধার্য্য করা পঞ্চাইতগণের অনুচিত। অতএব চৌকীদারগণের মাসিক ৪৲ টাকা বেতনের স্থলে দফাদারগণ নিজ ব্যয়ে পোষাক ক্রয় করিলেই ভাল হয়। কিন্তু চৌকীদারগণের মাসিক ৫৲ ৬৲ টাকা বেতনের স্থলে দফাদারের পোষাকের মূল্য টেক্স হইতে সঙ্কুলান হইতে পারে, তথায় দফাদারগণ নিজ ব্যয়ে পোষাক খরিদ করিতে নাও পারে। পোষাক সম্বন্ধে জেলার শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর যাহা আদেশ করিবেন, পঞ্চাইত ও প্রেসিডেণ্ট তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

১০। দফাদারগণ শিক্ষিত, সবল, যুবা, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হওয়া উচিত। তাহার বাসস্থান ইউনিয়নের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। ইউনিয়নস্থ কোন চৌকীদার দফাদারের উপযুক্ত হইলে তাহাকে দফাদারী পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত, উন্নতির আশায় ভাল লোকও চৌকীদার হওয়া সম্ভব।

১১। কোন ইউনিয়নে এক বা ততোধিক গ্রামে একজন আদায়কারী পঞ্চাইতের দ্বারা ২।১ জন চৌকীদারের বেতন আদায় আদি বিষয়ে যেরূপভাবে পঞ্চাইতের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, দফাদারী বন্দোবস্ত স্থলে এক ইউনিয়নে ১০ জন চৌকীদার ও এক জন দফাদারের গস্তধীন গ্রামসমূহ লইয়া একজন আদায়কারী পঞ্চাইতকেও ঠিক সেই মত কার্য্য করিতে হইবে, টেক্স আদায় ও বেতন প্রদান প্রভৃতি কার্য্য করা

১২ নং বহি, চেক মুড়ী, ডাইরী বহি ও বি-ফরম আদি বহী ঠিক সেই মত ব্যবহার করিতে হইবে, টেক্স ধার্য্য ও টেক্স আদায় আদির সময় সম্বন্ধে দফাদারী পঞ্চাইতগণকে ঠিক সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। একজন চৌকীদারের উপরিস্থ পঞ্চাইতের যেরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দফাদারী ইউনিয়নের ১০ জন চৌকীদার ও একজন দফাদারের উপরিস্থ পঞ্চাইতেরও ঠিক সেইরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

৪৩। সন ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের উক্ত চৌকীদারদিগের চাকরান জমী এবালিস হইয়া সন ১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে চৌকীদারী কর ধার্য্য হইবার ব্যবস্থা।

১। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট সন ১৯১৪ সালের রিজলিউশন দ্বারা বর্দ্ধমান ডিভিজনের অন্তর্গত জেলা সমূহের ও অন্যান্য যে যে স্থানে চৌকীদারী চাকরান জমী আছে, তথায় চাকরান জমী এবালিস হইয়া ৬ আইন জারী হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২। কোন কোন জেলায় জাইগীরভোগী চৌকীদারগণ চৌকীদারী চাকরী করিত ও জমিদারগণের পিয়াদার ন্যায় কার্য্য করিয়া খাজনা আদায়ের সাহায্য করিত। ইহাই তাহা-

* ২০ আইন অনুযায়ী চৌকীদার তিন প্রকার, ১ম জাইগীরভোগী, ২য় প্রজার নিকট বেতনভোগী ৩য় খাসমহলের চৌকিদার। ৩য় শ্রেণী চৌকীদারের স্থলে প্রথম সর্ব্বত্র ৬ আইন জারী হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ১ম ও ২য় শ্রেণী চৌকীদারের স্থলে ৬ আইন জারী হওয়া সম্বন্ধের বিবরণ দেওয়া গেল

দের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। জাইগীরভোগী চৌকীদারগণ জমীদারগণের অধীন রহিয়া মধ্যে কোন স্থলে কতক জমী কোথাও বিনা খাজনায়, কোথাও বা অতি অল্প পেষকশী খাজনা দিয়া ভোগ দখল করিয়া চৌকীদারী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু জাইগীর জমী এবালিস হইয়া ও আইন জারী হইলে ও আইনভুক্ত সেই সকল চৌকীদার জমীদারের কোন সাহায্য করিতে বাধ্য নহে। মেদিনীপুর জেলায় জাইগীরভোগী চৌকীদারগণ বহুকালাবধি জমিদারগণের খাজনা আদায় আদি কোনরূপ কার্য্যে কোনপ্রকার সাহায্য করে নাই।

৩। যেস্থানে জাইগীর জমী এবালিস হইয়া ও আইন অনুসারে পঞ্চাইত নিযুক্ত হইলে, তথাকার পঞ্চাইতগণ জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকীদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুরের আদেশমতে জাইগীর জমী। পার্শ্ববর্ত্তী জমীতে গড়ে বৎসরে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার আন্দাজ মূল্য অনুযায়ী জাইগীর জমীর উপর খাজনার গড় অনুমান করিয়া তাহার খাজনা ধার্য্য করিবেন ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকীদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুরকে জানাইবেন। তাহা কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নামঞ্জুর হইবার কোন কারণ না থাকিলে তাহাতে জমীদারের কোন আপত্তি আছে কি না জানাইবার জন্য তিনি জমিদারকে জানাইবেন। জমীদারের আপত্তি অনুসারে পঞ্চাইতের ধার্য্য কর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর বজায় রাখিবেন, অথবা তাহা

পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিত সনন্দ দ্বারা সেই জাইগীর জমী সেই করে জমীদারের শিরে বন্দোবস্ত করিবেন।

৪ জাইগীর জমীর বাৎসরিক যে খাজনা ধার্য্য হইবে, জমীদার ষোল আনা খাজনা আদায় করিয়া অর্দ্ধেক খাজনা আদায়কারী পঞ্চাইতের দিয়া চৌকীদারী কণ্ডে দাখিল করিবেন ও রীতিমত রসিদ লইবেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক নিজে গ্রহণ করিবেন জমীদার যে প্রকারে ও যে সময়ে ঐ খাজনা আদায় করুন না কেন, তথাকার চৌকীদারী কার্য্যের চলিত সনের প্রথম দিবসেই আদায়কারী পঞ্চাইতের প্রাপ্য টাকা আদায়কারীকে অগ্রিম প্রদান করিবেন সন আরম্ভ হইবার ১৫ দিবসমধ্যে জমীদার সেই টাকা অগ্রিম ওয়াশীল না করিলে তাহার অব্যবহিত পরেই আদায়কারী পঞ্চাইত লিখিত আবেদন দ্বারা টাকা আদায় জন্য জমীদারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর অথবা চৌকীদারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুরকে জানাইবেন, আদায়কারী পঞ্চাইতের এই আবেদন পাইবামাত্র শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সরকারী রাজস্ব বাকীপড়া সম্পত্তির নিলামের ন্যায় সেই জাইগীর জমী নিলাম করিবার জন্য জমীদারের বিরুদ্ধে নোটিস জারী করিবেন; নোটিসে লিখিত সময়ের মধ্যে জমীদার সেই টাকা কালেক্টরীতে দাখিল করিবেন। দাখিল না করিলে মিয়াদ গত হইবার পর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সেই জাইগীর জমী রীতিমত নীলাম করিবেন। নীলামী খরিদদার সাবেক জমীদারের ন্যায় খাজনা আদায় করিয়া অর্দ্ধেক নিজে লইবেন ও অর্দ্ধেক খাজনা যথাসময়ে

তাদায়কারী পঞ্চাইতকে দিতে থাকিবেন আদায়কারী পঞ্চাইত ঐ টাকা পাইলে চৌকীদারী টেক্স আদায়ের চেকমুক্ত করিয়া রসিদ প্রদান করিবেন ও ১।২ নং রেজেষ্টরীতে জমা করিবেন। জাইগীর জমী নীলাম হইলে বাকীপড়া নীলামী সম্পত্তির খরিদদারগণ যেরূপ স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া থাকে, ইহার খরিদদারগণও সাবেক জমীদারের স্বত্বে সেইরূপ স্বত্ব-বান হইবেন।

৫। নীলামের পর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর নীলামী মূল্যের মধ্য হইতে নীলামের খরচ কাটিয়া লইয়া নীলাম চূড়ান্ত হইবার এক সপ্তাহমধ্যেই আদায়কারী পঞ্চাইতের প্রাপ্য টাকা পঞ্চাইতকে দিবেন। কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইলে সেই টাকা সাবেক জমীদারকে প্রদান করিবেন

৬। জাইগীরভোগী চৌকীদারের পদ এবালিস হইয়া ৬ আইন জারী হইলে সেই চৌকীদার ৬ আইনমতে সেইস্থানে চৌকীদারী পদে বাহাল হইতে পারিবে ও জমীদার তন্ন দফার মর্ম্মানুসারে সেই জমী সেই চৌকীদারের শিরে উপরের লিখিত ধার্য্য করে বন্দোবস্ত করিবেন সেই চৌকীদার ৬ আইন অনুসারে চৌকীদারী পদে বাহাল না হইলেও সেই জমী তাহারই শিরে বন্দোবস্ত হইবে

৭। জাইগীরভোগী চৌকীদার আদি ব্যক্তিগণ তাহা-দের জাইগীর জমী কোনপ্রকার দেনা দায়ে কাহারও নিকট কোনপ্রকারে বন্ধক বা দায়গ্রস্ত কি কাহাকেও কোনপ্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে না, করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে যদি কেহ এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে

তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী কিম্বা জমীদার আদি কেহ উহাতে বাধ্য হইতে পাবে না।

৮। জাইগীরভোগী চৌকীদারের গস্তমধ্যে ৬ আইন অনুসারে ইউনিয়ন গঠিত হইয়া পঞ্চাইত বাহাল হইবে, এরূপ কোনস্থানে ৬ আইন অনুযায়ী পঞ্চাইতের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া না গেলে অথবা কোনস্থানে চৌকীদারের গস্ত করিবার উপযুক্ত সীমার মধ্যে প্রজার বসতবাটীর সংখ্যা কম হইলে কিম্বা প্রজাগণের অবস্থানুযায়ী চৌকীদারের বেতন সঙ্কুলন না হইলে তথায় ৬ আইন জারী হইতে পারে না, ২০ আইন-মতেই চৌকীদারী কার্য্য বজায় থাকিবে। যে যে স্থানে ২০ আইনের পরিবর্ত্তে ৬ আইন জারী হইবে, শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর তথাকার চৌকীদারের বেতন ধার্য্য করিয়া দিবেন, পঞ্চাইতগণ তদনুযায়ী আইন অনুসারে প্রজাগণের উপর টেক্স ধার্য্য করিয়া আদায়-তহশীলের কার্য্য করিবেন ও ১২ নং রেজেষ্টরী চেক, রসিদ বহি এবং ডাইরী বহি আদি ব্যবহার করিয়া বিধিমত কার্য্য করিবেন।

৯। চৌকিদারের বেতন ও পঞ্চাইতের কমিশন আদি বাবত যত টাকা পঞ্চাইতের আদায় করা আবশ্যক, তাহার মধ্যে আদায়কারী পঞ্চাইত জমীদারের নিকট হইতে জাইগীর জমার খাজনার অর্দ্ধেক যে টাকা পাইবেন, তাহা বাদে অবশিষ্ট টাকা সেই চৌকিদারের গস্তাধীন প্রজাগণের উপর বিছানী করিবেন। এই আদায়কারী পঞ্চাইত চৌকিদারী টেক্স আদায় আদি কার্য্যে প্রজাগণের উপর ৬ আইন অনুযায়ী সমুহ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

১০। কোনস্থানে কোন জমীদার চাকরাণ জমীর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর একজন উপযুক্ত কমিশনার নিযুক্ত করিবেন তিনি সরজমীনে তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দিবেন, জমীদারকে তাহাতে বাধ্য হইতে হইবে।

১১ জাইগীরভোগী চৌকিদারের পদ এবালিস হইয়া ৬ আইন অনুসারে চৌকিদারী বন্দোবস্ত হইলে পর নিকটবর্ত্তী ১০ জন চৌকিদারের গস্ত লইয়া তথায় দফাদারী প্রথা প্রচলন হইতে পারিবে দফাদারী ইউনিয়নের আদায়কারী পঞ্চাইত আপন অধীন ১০ জন চৌকিদারের জাইগীর জমীর খাজনার অর্দ্ধাংশ যথাসময়ে জমিদারের নিকট হইতে লইতে থাকিবেন। না পাইলে আইন অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। সেই টাকা বাদে তাঁহার প্রাপ্য কমিশন ও তাঁহার অধীনস্থ ১০ জন চৌকিদারের বেতন ইত্যাদি বাবত যত টাকা আদায় করা আবশ্যক হইবে, সেই পরিমাণ টাকা সেই ১০ জন চৌকিদারের গস্তাধীন প্রজাগণের উপর আইন অনুযায়ী বিছানী করিয়া আদায় করিবেন ও হিসাবী কাগজাত রাখিবেন এবং যথাসময়ে অধীনস্থ চৌকিদারগণকে বেতন দিতে থাকিবেন।

১২। ২০ আইনভুক্ত প্রজার বেতনভোগী চৌকিদার গস্তাধীন নিকটবর্ত্তী ১ বা ২।৩টী গ্রাম লইয়া প্রজাগণের আর্থিক অবস্থা, ঘরের সংখ্যা, চৌকিদারের গস্তের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও পঞ্চাইতের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যাইতে পারে কি না, দেখিয়া এবং ৬ আইন জারী হইলে

সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে কি না বিবেচনা করিয়া সেই সকল গ্রাম সমূহে এ আইন জারী হইবে।

১৩ আদায়কারী পঞ্চাইতের কর্ত্তব্য কার্য্য ও টেক্স ধার্য্য এবং আদায়-ওয়াশীলের বিধি-ব্যবস্থা আদি সমূহ বিষয় এই পুস্তকের আদ্যন্ত পাঠ করিলে উত্তমরূপে কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন।

সমাপ্ত।

সিমুলিয়া ৩৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট "[illegible] নবযন্ত্রে"
শ্রীনফরচন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩০৭ সাল।